Mission
Di- Blood
Mohammod Abdul Awal
Edit with WPS Office

মিশন ডিব্লাড

মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল

যখন বাবা-মা আমি আর আমার একটা ছোট বোন মিলে ঢাকায় এসেছি। আমার খুব খারাপ লাগতে আরাম্ব করল। আমার ছোট বোনের তো আরো অবস্থা খারাপ। এখন যে এইখানেই আমাদের স্থায়ী নিবাস হয়ে দাড়িয়েছে।
এখানেই আবার আমাদের নতুন করে জীবন শুরু করতে হবে। আর ভুলে যেতে হবে গ্রামের সেই গল্পগুলো। যেখানে আমরা সারাজীবন কাটিয়ে ছিলাম। গ্রামে অনেক বন্ধুবান্ধব হয়েছিল আমাদের দুই ভাইবোনের। সব কেমন করে যেন নদীর ঢেউয়ের মতো হাড়িয়ে গেল।

আমার নাম মোঃ আদনান। বয়স ২০। ইন্টার সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। আমার নিজের শখ বলতে কিছু নেই। যেটা ছিল সেটা হল বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেয়া। কেন যানি আমার যেই জিনিসটা শখে পরিনত হয়, সেই জিনিসটা খুব তারাতারি হাড়িয়ে যায়। কষ্টও হয় প্রচুর। কিন্তু কিছু করার থাকে না।
আর আমার ছোট বোনের নাম আবিদা। ক্লাশ নাইনে পড়ে। আবিদা লেখাপড়ায় খুব ভালো, JSC তে GPA-5 পেয়েছে। আর আমি তো যেকোনো পরিক্ষায় টেনেটুনে পাস। সেইজন্য মা আমাকে সব সময় বকে। আত্বীয় স্বজন এলে তো আমার আর রক্ষা নেই।

আত্বীয়রা বলতেই থাকে, ছেলের লেখাপড়া কেমন। ছেলে পড়িক্ষায় কত নম্বর পেয়েছে। আমার ছেলেটা গোল্ডেন A+ পেয়েছে। আমার ছেলে খুব ব্রিলিয়ান্ট। আপনার ছেলে কোন কলেজে ভর্তি হল। কয় ঘন্টা পড়ে। কয়টা প্রাইভেট পড়ে। কোন স্যারের পাছায় লাথি মারল ইত্যাদি ইত্যাদি।
আরে আহাম্মকের দল এসব না বলে বল, ছেলের চরিত্র কেমন, ছেলে ঠিকমত নামাজ কালাম পড়ে নাকি, ছেলে সাহসী নাকি, ছেলের বুদ্বি কেমন ইত্যাদি ইত্যাদি।
যুগটাই আজ পাল্টে গেছে। এরা মনে করে সার্টিফিকেট এদের হজমশক্তি।

আমি আর আবিদা বারান্দায় বসে আছি। আর কোন দিন গ্রামের বাড়ি যেতে পারব না এইটা ভেবে আমার খুব কান্না পাচ্ছে। খোলা আসমানের পাখি খাঁচায় বন্দি হলে যেমন লাগে আমাদেরও ঠিক সেই অবস্থা হয়েছে।
আবিদা বলল, এসব কি করে হয়ে গেল?
আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে বললাম, সবই আল্লাহর ইচ্ছা।

আমার বাবা একজন বিজ্ঞানী। কিছুদিন আগে তার ল্যাব গ্রামেই ছিল। সেখানে আমার বাবা একটা খুব ভয়ানক এক্সপেরিমেন্ট করেছিল। যার কারনে অনেক মানুষের প্রাণ চলে যায়। যার

কারনে বাবা এইখানে আমাদের ফ্যামিলিসহ পালিয়ে আসে।
বাবা চিন্তা করে এইখানেই আরেকটা ল্যাব খুলে ফেলবে। যেই চিন্তা সেই কাজ। আমাদের বাসার ভেতরেই সেটা করা গেল। এখন দরকার ল্যাবের সামগ্রী। আমি বুঝিনা যে বাবা সারাদিন তার ল্যাবে কি করে।
আগে যখন গ্রামে ছিলাম তখন ল্যাবের কম্পিউটারে নানান ধরনের অদ্ভুত জন্তুর ছবি দেখতে পেতাম। বাবাকে মাঝে মাঝে বলতাম এইগুলো কি?
বাবা মাঝে মাঝে বলত এগুলো এখন তুমি বুঝতে পারবে না। সময় হলে তুমিও সব কিছু বুঝতে পারবে। মাঝে মাঝে আবার দু একটা প্রাণীর নাম বলত, যেমন: হাইপ্রোমেনিয়া, অসমোনিয়া, আরো আবল তাবল নাম।

আবার মাঝে মাঝেই বাবা কোথায় যেন চলে যেতেন আমাদের না বলেই। মাকে জিজ্ঞাস করলে বলে, একটা দরকারি কাজে গেছে। সেটা তোমরা বুঝবে না। আমি আর আবিদাও বাবাকে নিয়ে ঘাটতাম না।

দুই মাস পর যখন আমাদের সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে গেছে তখন একদিন রাতের বেলা বাবা-মা কে খুব চিন্তাযুক্ত দেখতে পেলাম। তাদের বললাম, তোমাদের কি হয়েছে? এতো চিন্তা করছ কেন?
মা আমাদের মাথায় হাত দিয়ে বলল, কিছু হয় নি বাবা! তোরা শুতে যা।
আমার খুব চিন্তা হতে লাগল। বাবা-মায়ের কিছু একটা তো হয়েছেই। তাছাড়া তো তারা কোনদিন এমন করে না। সব সময় তো তারা খুশিই থাকে।
এসব চিন্তা করতে করতে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে গেলাম।
রাত যখন দেড়টার কাছাকাছি তখন বাবা-মায়ের রুম থেকে কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমি নিজেও চিন্তায় পরে গেলাম। কিছুক্ষন পরে রুম থেকে একটা চিৎকারের আওয়াজ শুনতে পেলাম। তখন আর নিজেকে শান্ত রাখতে পারলাম না।

আবিদাকে ডাকলাম। আবিদা ঘুম ঘুম চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, কি হয়েছে ভাইয়া?
আবিদাকে বললাম, মা-বাবার রুমে কি যেন হয়েছে।
আমরা দুজনে উঠে গিয়ে বাবা-মায়ের রুমের কাছে গেলাম। রুমের দরজা দেখছি খোলা।

বিষয়টি ভালোভাবে দেখতে রুমের আরো ভেতরে গেলাম। কিন্তু সেটা দেখার জন্য আমরা দুজন মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। আমরা দেখলাম মা-বাবার দেহটা নিথর হয়ে বিছানার বাইরে পরে আছে। কিন্তু ঘড়ে মা-বাবা ছাড়া কেউ নেই। তাহলে মা-বাবার এমন অবস্থা কে করল?

তাদের কাছে দৌরে গেলাম। যাওয়ার পরে দেখতে পেলাম দুজনের মুখটা কালো হয়ে আছে। বাবা-মার আরো কাছে গেলাম। গিয়ে দেখলাম, তাদের দেহ এক্কেবারে শুকিয়ে গেছে। মনে হচ্ছে শরীরে এক ফোট্টা রক্তও নেই।

দুজনে একটা চিৎকার দিলাম। মা যে চুপচাপ পরে আছে। সেটা দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। তার মানে মা কি একেবারে মরে গিয়েছে? দুজনে মার কাছে গিয়ে কান্না আরাম্ব করে দিলাম। বাবার কাছে গিয়ে দেখলাম বাবা এখনো বেঁচে আছে। বাবা আমাদের হাতের ইশারায় ডাকতে লাগলেন। দুজনে বাবার কাছে গেলাম। বাবা আমাকে বললেন, তোকে একটা কথা বলতে চাই যা তোকে আগে কখনো বলি নি। আমার সময় খুব কম। আর কিছুক্ষন পরে হয়তো আমি আর এই জগতে থাকব না।

তোদের সামনে খুব বিপদ। তোদের গ্রামের বাড়ির সকল মানুষ এখন বিপদের মুখে। আমি আর থাকব না। তাই আমার কাজগুলো তোকেই করতে হবে। তোকেই গ্রামের সবাইকে রক্ষা করতে হবে। একটা ভয়ানক শয়তান পিশাচ আমাদের গ্রামের বাড়িতে আক্রমন করতে যাচ্ছে। তাকে বাধা না দিলে গ্রামের সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে। এখন একমাত্র তুই-ই ভরসা।

আমার কম্পিউটারে সকল প্রয়োজনীয় তথ্য আছে। সেগুলো দেখলেই তুই সব বুঝতে পারবি।

এই কথাগুলি বলেই বাবা দুনিয়া থেকে চলে গেলেন। বাসায় আমাদের ছাড়া আর কেউ নেই। বাসার মালিকের কাছেও ভয়ে যেতে পারছিনা। বাসার মালিককে একটা ফোন করলাম।

মালিকের সামনে কোন কথাই বলতে পারলাম না। মালিক ফোন ধরার সাথে সাথেই কান্না আরাম্ব করলাম। আর বললাম, জলদি আমাদের রুমে আসেন।

আমি আর আবিদা খুব ভয় পাচ্ছি। হয়তো বাসার ভিতরে এখনো খুনিরা লুকিয়ে আছে। হয়তো তারা আমাদেরও মেরে ফেলবে।

বাসার মালিক আমাদের কাছে এসে হতভম্ব হয়ে গেলেন। দুই দম্পতি ফ্লোরে পরে আছে। তিনি আর এক মূহুর্ত দেরি না করে জলদি পুলিশকে ফোন করলেন।

বাবা-মার মৃত্যুর খবর শুনে আবিদা ভেউ ভেউ করে কান্না আরাম্ব করে দিল। আমি ছেলে মানুষ। অত শব্দ করে কান্না আশে না। আবিদা আমার বুকে এসে পড়ল। আবিদাকে শান্তনা দিয়ে বললাম, কিচ্ছু হবে না। আমি আছি না! কাঁদিস না বোন আমার। এসব কথা বলতে বলতে কখন যে আমার নিজেরই কান্না এসে গেল সেটা আমি টের-ও পাই নি। এই প্রথম বুঝলাম আপনজন হাড়ানোটা কত কষ্ট।

আমার বাবা-মার মৃত্যুর খবর শুনে নানা-নানী ছুটে এলেন।

অবশেষে পুলিশ এসে বাবা-মার লাশগুলোকে পরিক্ষা করতে আরাম্ব করল। তদন্ত করতে তাদের লাশগুলোকে ফরেনসিক ল্যাবে পাঠানো হল। বাবা-মায়ের রুমটা ভালোভাবে চেক করা

হল কিন্তু সন্দেহ জাতিয় কোন কিছু পেল না।

বাবা-মা মারা যাওয়ার পর নানী-নানা আমাদের বাসায় কয়েকদিন থাকতে আসলেন।
এক মাস হয়ে গেছে এখনো পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারে নি। আমার কয়েকবার থানায় গিয়ে জবানবন্দি দিতে হয়েছে। কিন্তু কোন লাভ হয় নি। পুলিশ তো প্রথমে আমাদের দুজনকেই সন্দেহ করতে আরাম্ব করেছিল। কিন্তু তার জন্য কোন প্রমান পায় নি।

তদন্তের অনেক দিন হয়ে গেছে। একদিন একটা অপরিচিত নাম্বার থেকে আমার মোবাইলে ফোন আসল। ফোনটা ধরতেই কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম। হ্যা, এটা তো আমার পুরোনো বন্ধু আজাদ। কি হল আজাদের? ও এমন করে কান্না করছে কেন?
আজাদকে বললাম, এরকম করে কান্না করছিস কেন? আজাদ বলল, একটা ভয়ংকর বিপদ হয়ে গেছে।
- কিসের বিপদ?
- আমার ছোট ভাইটাকে কে যেন মেরে ফেলেছে।
- কি বলছিস এসব? কে মেরেছে জানিস না?
- না। তবে মনে হয় সে মানুষ ছিল না।
আমার আত্মা থেকে যেন পানি চলে গেল। আজাদ বলল,
- হ্যা। খুব ভয়ংকর ভাবে মেরেছে। শরিরের সব রক্ত খেয়ে নিয়েছে। শরিরটা এক্কেবারে কালো হয়ে গেছে।
আজাদের কথা শুনে আমি তো পুরোই হতবাক। ঠিক আমার বাবার মতো। তার মানে আজাদের ভাইয়ের খুনি আর আমার বাবার খুনি এক।

তখন আমার বাবার বলা কথাগুলো মনে হতে লাগল। বাবা তো আমাদের বলেছিল, সামনে নাকি আমাদের খুব বিপদ। গ্রামের বাড়ির মানুষেরাও খুব বিপদের মুখে পড়বে বলে মনে হচ্ছে। আমাকেই কিছু একটা করতে হবে। তাই আর বেশি কিছু চিন্তা না করে বাবার ল্যাবের কম্পিউটারের কাছি গিয়ে বসলাম। অনেক দিন ধরে কম্পিউটারটা ওপেন করা হয় না।

কম্পিউটারটা চালু করলাম। স্টোরেজ অপশনে গিয়ে তিনটি মেমোরি দেখতে পেলাম। একটা সিস্টেমের মেমোরি সহ আরো দুইটি মেমোরিতে ঢুকে দেখলাম।

কয়েকটি আবলতাবল ফোল্ডার দেখতে পেলাম। যেগুলোর মানে আমি বুঝতে পারলাম না। কম্পিউটারে আরো কিছুক্ষর ঘাটাঘাটি করার পর চোখ পড়ল " mission adnan" নামের একটা compressed ফোল্ডার।

সেটাতে প্রবেশ করতে হলে পাসওয়ার্ড দিতে হবে। কিন্তু কি হতে পারে সেই পাসওয়ার্ড?
12345678, 11111111 দিয়ে চেষ্টা করেও কোন লাভ হল না। তার পর চিন্তাভাবনা করে একটা পাসওয়ার্ড টাইপ করলাম সেটা হল, "mission_adnan"।

মুখে একটা হাসি ফুটে উঠল। ফোল্ডারে প্রবেশ করার অনুমতি পেয়ে গেছি।
ফোল্ডারে প্রবেশ করে কিছু pdf ডকুমেন্ট সামনে পড়ল। সেগুলোতে ঢুকে একটা একটা করে পড়তে লাগলাম।
ডকুমেন্টগুলোতে নানান ধরনের তথ্য দেওয়া আছে। সংক্ষেপে একটা বিবরণ দেওয়া হল,
" ডিব্লাড" নামের একটা ভীনগ্রহের প্রাণী মানুষের রক্তের সন্ধানে আমাদের পৃথিবীতে এসেছে। মানুষের রক্তের মধ্যে রয়েছে বিশেষ ধরনের এন্টিডোর। যেটা সেই এলিয়েনদের নেই। যার কারনে অনেক এলিয়েন সামান্য ভাইরাসের কারনেই মারা যাচ্ছে। তাই মানুষের রক্ত সংগ্রহ করার জন্য তারা চলে আসে আমাদের গ্রহে। যদি সেই প্রাণীগুলো আমাদের এইখানে এসে পরে তাহলে সকল মানুষ খুব বিপদের মুখে পরে যাবে। রক্তের সন্ধান পেয়ে সেগুলো ঝাকে ঝাকে পৃথিবীতে চলে আসবে তখন সেগুলো প্রতিহত করার কোন উপায় থাকবে না। তখন মানবজাতি রক্তের অভাবে আর বেঁচে থাকবে না। পৃথিবীটা তখন হয়ে যাবে তাদের রাজত্ব।

আমি তখন মনে মনে ভাবতে লাগলাম তার মানে সেই ডিব্লাড প্রাণীগুলো পৃথিবীতে এসে গেছে এবং আমাদের বাবা-মাকে হত্যা করেছে আর সাথে আমার বন্ধু আজাদের ভাইকে মেরে ফেলেছে। তার মানে তারা কি সব মানুষের রক্ত খেতে আরাম্ব করবে? তাহলে তো পৃথিবীতে আর মানুষের অস্তিত্ব থাকবে না।

তখন আমার বাবার কথা মনে পরে গেল,
- তোদের গ্রামের বাড়ির সকল মানুষ এখন বিপদের মুখে। আমি আর থাকব না। তাই আমার কাজগুলো তোকেই করতে হবে। তোকেই গ্রামের সবাইকে রক্ষা করতে হবে। একটা ভয়ানক শয়তান পিশাচ আমাদের গ্রামের বাড়িতে আক্রমন করতে যাচ্ছে। তাকে বাধা না দিলে গ্রামের সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে। এখন একমাত্র তুই-ই ভরসা।

তারমানে এখন আমাকেই এখন বিপদ থেকে রক্ষা করতে হবে। আমি আরো কয়েকটা ফাইল ওপেন করলাম। সেখানে ডিব্লাড সম্পর্কে আরো অনেক কিছু জানতে পারলাম। একটা ফাইলে ডিব্লাডের একটা বিচ্চিরি ছবিও দেওয়া আছে। দেখতে মানুষের মতো হলেও এদের কেনাইন দাঁতগুলো খুব লম্বা। দেখতে ভ্যাম্পায়ারের মতো। চোখগুলো কুচকুচে কালো। সেখানে সাদার রেশমাত্র নেই। আর মানুষের তুলনায় এদের হাত দুটে একটু চিকন ও লম্বা।
কিন্তু এদের সাথে লড়াই করব কিভাবে? সেই চিন্তাই আমার মাথায় ঢুকছে না।
আজাদকে আবার ফোন করলাম। আর বললাম, চিন্তা করিস না। আমি আসছি। তোরা সবাই একটু সাবধানে থাকিস।

চিন্তা করলাম আবার কয়েকদিনের জন্য দাদু বাড়ি ঘুড়ে আসা যাক। আবিদা স্কুলে গেছে। চিন্তা করছি আবিদাকে নানু বাড়ী রেখে আসব।

বিকাল বেলা আবিদা যখন স্কুল থেকে ফিরল তখন ওকে বললাম, তুই কয়েকদিনের জন্য নানু বাড়ি থাকতে পারবি?

- কেন ভাইয়া কি হয়েছে?

- আমাকে কয়েকদিনের জন্য গ্রামের বাড়ি যেতে হবে। ফিরতে কয়েকদিন দেরি হতে পারে। তুই তোর আর বাসায় একা থাকতে পারবি না সেই জন্য ভাবলাম তোকে নানু বাড়ি রেখে আসি।

আবিদা ভাড়ী গলায় বলল, কিসের জন্য যাবে সেটা তো বললে না!

আমি আমতা আমতা করে বললাম, আসলে,,, আজাদ অসুস্থ। বেচারার ভাইটা অকালে মরে গেল। ওকে একটু দেখতে যাচ্ছি।

আবিদা রাজি হয়ে গেল। যাক! বাঁচা গেল।

আবিদাকে নানুবাড়ি রেখে এসে আমি আবার কম্পিউটারের সামনে বসলাম। কম্পিউটার থেকে প্রয়োজনিয় ফাইলগুলো আমার মোবাইলে সেন্ড করলাম।

কম্পিউটার ঘাটতে ঘাটতে অনেক রাত হয়ে গেল। সকাল বেলা ব্যাগপত্র গুছিয়ে দাদু বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম।

গিয়েই প্রথমে দাদু বাড়ি গেলাম না। কারন আমি জানি এখন যদি আমি দাদু বাড়ি যাই তাহলে আমাকে অনেক অপমান করে দিবে। বাবা-মা মারা গেল অথচ দাদা-দাদুরা তো একবারের জন্যও দেখতে আসল না? এসব নিয়ে অনেক কাহিনি আছে। সেসব পরে বলা যাবে।

তাই প্রথমে আমি গেলাম আজাদের বাড়িতে। আজাদ প্রথমে আমাকে দেখে মৃদু হাসল। সেই মৃদু হাসির মধ্যে যে প্রবল ব্যাথা রয়েছে সেটা আমি বুঝতে পারছি। আজাদ আমাকে দেখে বলল, কেমন আছিস আদনান?

- কেমন আর থাকি বল তোদের ছাড়া।

- আমারো তো তোর কথা অনেক মনে পরছে। তা গ্রামে কয়দিন আছিস?

- আছি অনেক দিন। তার আগে বল, কাকা-কাকির অবস্থা কেমন।

- জানার পরেও কেন জিজ্ঞাস করিস!

একটা হালকা হাঁসি দিয়ে প্রসঙ্গটা পাল্টানোর চেষ্টা করলাম।

আজাদকে বললাম, তোদের ওখানে আমি একটা কাজে এসেছি। সেটা কমপ্লিট না করে এখান থেকে যেতে পারব না।

আজাদ বলল, কিসের কাজ?

আমি বললাম, আগে বল তুই কি আমার পাশে থাকবি?

- কাজটা কি খুব সিরিয়াজ?

- হ্যা। অনেক কঠিন কাজ। বলতে গেলে একটা মিশন। হতে পারে আমার বাবা-মা আর তোর ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ।

- কি বলছিস এসব।

- আমি ঠিকই বলছি। তোকে সব কথা বুঝিয়ে বলছি।

- তার মানে তুই বলতে চাচ্ছিস যে আমার ভাইয়ের খুনি আর তোর বাবা-মায়ের খুনি একই।

আমি হ্যা বোধক মাথা নাড়িয়ে বললাম, তুই ঠিকই বলেছিস। কিন্তু ব্যাপারটা তোকে বুঝতে হবে।

- ঠিক আছে আমাকে সব কথা খুলে বল।

আমি আজাদকে ডিব্লাড প্রাণী সম্পর্কে সব কথা খুলে বললাম। তাদের কেন রক্তের প্রয়োজন এসব সব কিছু ওকে বিস্তারিত বললাম।

আমার কথা শুনে আজাদ বলল, তাহলে তো আমাদের এসব প্রতিরোধ না করলে খুব বড় বিপদ হয়ে যেতে পারে।

- আমিও তো সেটাই বলছি।

- তাহলে আমাদের এখন কি করতে হবে?

- প্লানমাফিক কাজ করতে হবে। যারা একবার এসেছে তারা বারবার আসার জন্য চেষ্টা করবে। তখন আমাদের সব ব্যাবস্থা করতে হবে। দেখতে হবে তারা কোথা থেকে আসে!

তার মানে তুই বলতে চাচ্ছিস, আমাদের আরেকজনের মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকতে হবে!

- সেরকমই।

- তাহলে কবে থেকে কাজ শুরু করবি?

- এখন থেকে। এই মূহুর্ত থেকে। তা না হলে আজকে রাতেও তারা মানুষের ওপর আক্রমন করতে পারে। আজকে রাতে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। তার আগে তোর ভাইয়ের সম্পর্কে আমাকে একটু যেনে নিতে হবে।

- আর কি জানতে চাস?

- তুই কি আমাকে তোর ভাইয়ের মৃত্যুর সব ঘটনা খুলে বলতে পারবি?

- জেনে কি করবি?

- জানাটা খুব প্রয়োজন।

- ঠিক আছে, শোন তাহলে,

আজাদ বলতে আরাম্ব করল,

কালকের আগের দিন রাতের বেলা রাহাত (আজাদের ছোট ভাই) আর আমি ঘড়ে ছিলাম। মা-বাবা তখন বাড়িতে ছিল না। তাই আমি আর রাহাত বসে গল্প করছিলাম। রাহাত এক সময় বলল ও বাইরে যাবে। রাহাত রাতের বেলা তো এমনিতে ভয় টয় পায় না। তাই আর আমি দেখার জন্য বাইরে গেলাম না। রাহাত বাইরে যাওয়ার পর খেয়াল করলাম একটা শো শো আওয়াজ বাইরে থেকে শোনা যাচ্ছে। অনেক্ষন যাবৎ শব্দটা শুনতে পেলাম। তাই রাহাতকে জোরে বললাম, তারাতারি ঘড়ে চলে আয়। ঝড় উঠতে পারে।

কিন্তু আমি কিছুক্ষন পরে খেয়াল করলাম বাতাসের আর কোন শব্দ নেই। রাহাতকে অনেক্ষন ধরে ডাকলাম। কিন্তু কোন সারাশব্দ পেলাম না। ভাবলাম রাহাত মনে হয় বাথরুমে গিয়েছে। তাই আর ডাকলাম না। কিন্তু যখন আধা ঘন্টার মতো হয়ে গেল তখন আমার বিষয়টা খেয়াল

হল। রাহাত তো এতক্ষন যাবৎ বাথরুমে থাকার কথা না। আমি আবার রাহাতকে জোরে জোরে ডাকতে আরাম্ব করলাম।

কিন্তু রাহাতের তো কোন সারাশব্দ পেলাম না। তারপর আমি বাধ্য হয়েই টর্চ লাইট নিয়ে বাইরে বের হলাম। কিন্তু বাথরুম তো খোলা! তাহলে রাহাত কোথায়? আমি আবার রাহাতকে ডাকতে আরাম্ব করলাম। তারপরে রাহাতের কোন শব্দ পেলাম না। তারপরে বাধ্য হয়েই আমার বাথরুমের ভিতরে যেতে হল।

কিন্তু ভিতরেও তো রাহাত নেই। তারপর যখন বাথরুম থেকে বের হয়ে উঠোনের দিকে চোখ পড়ল তখন দেখলাম রাহাত উঠানের উপর শুয়ে আছে। সেটা দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। রাহাতের দিকে ভালোভাবে লাইট ধরার পর আমার নিজের গায়ের রক্তই এক্কেবারে হিম হয়ে গেল। আমি দেখলাম রাহাতের দেহটা কেমন যেন কালো হয়ে আছে। আমি রাহাতের কাছে গিয়ে দেখলাম রাহাতের শ্বাস প্রশ্বাস চলছে না। রাহাতকে দেখতে খুব খারাপ দেখাচ্ছিল। আমি রাহাতকে ঘড়ে নিয়ে গেলাম চোখে মুখে পানি দিলাম তারপরেও রাহাতের কিছু উন্নতি হল না। তারপর গ্রামের কয়েকজনকে ডাকতে গেলাম।

আমার ডাক শুনে কয়েকজন মানুষ রাহাতকে দেখতে আসে। গ্রামের মানুষ রাহাতকে দেখে ভয় পেয়ে গেল। কয়েকজন মানুষ কাছে যাওয়ার সাহস পেল না। রাহাতকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করার আগেই রাহাত মারা যায়। এত ভয়ংকরভাবে কেউ কাউকে মারতে পারে না। সবাই বলাবলি আরাম্ব করল এটা হয়তোবা কোন খারাপ আত্বার কাজ। মা-বাবাকে বিষয়টি জানালাম। মা-বাবাকে বিষয়টি জানানোর পর তারা ছুটে আসে নানু বাড়ি থেকে। এসে তারা খুব কান্না করে।

আমি বললাম, তাহলে কোথায় রাহাতের দেহ পড়েছিল সেটা কি তুই আমায় দেখাতে পারবি?
আজাদ হ্যা বোধক মাথা নাড়িয়ে বলল, পারব। তার আগে বাড়িতে খাওয়াদাওয়া করে নিবি চল। যানি তো তুই তোর দাদু বাড়ি যেতে পারছিস না তাই তো?
আমি বললাম, তুই ঠিকই বলেছিস। চল। আর তাছাড়া আর বাকি বন্ধুদের অবস্থা কেমন?
আজাদ বলল, মোটামুটি।
- চল তাহলে।
আজাদ ওর মাকে ডাক দিয়ে দেখাল যে আমি এসেছি। আজাদের মা আমাকে দেখে বলল, কি বাবা আদনান, কেমন আছ?
- আপনাদের দোয়ায় ভালোই আছি। চাচা কেমন আছে? তাকে তো দেখতে পারছি না!
- উনি একটু কাজে গেছেন। কিছুক্ষন পরেই চলে আসবে।
আজাদ ওর মাকে বলল, আদনানকে কিছু খেতে দাও। ও মনে হয় অনেক্ষন ধরে কিছু খায় নি।

আজাদের মা খাবার আনতে গেল। আমি পাশে থাকা চেয়ারে বসলাম। নিজেরো খুব ক্ষুধা পেয়েছে। আজাদকে বললাম, তুই খাবি না?

আজাদ বলল, আমি আর খাবো না। তুই বরং খা।

আজাদের মা আমার জন্য খাবার নিয়ে আসল। কি খেলাম সেটা না বলাই ভালো।

খাওয়াদাওয়া করার পর আজাদকে বললাম, তা রাহাতকে কোথায় পরে থাকতে দেখেছিস?

আজাদ বলল, আয় চল তোকে দেখাই!

তারপর আজাদ আমাকে সেই জায়গায় নিয়ে গেল। একটা উঠোনের কাছেই আজাদ আমাকে দেখিয়ে বলল, এইখানেই আমি রাহাতকে পরে থাকতে দেখেছি। আমি আশেপাশে তাকিয়ে দেখলাম কোন কিছু পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু সন্দেহজনক কিছু পেলাম না। তখন আজাদকে বললাম, তুই না বলেছিলি যে যখন রাহাত বাইরে গিয়েছিল তখন একটা ঝড়ের মতো শব্দ হয়েছিল? আজাদ বলল, হ্যা।

আমি তখন আশেপাশের গাছগুলতো তাকিয়ে দেখলাম। উঠোনের দক্ষিন পাশের কাঁঠাল গাছটার কয়েকটা পাতলা ডাল এবরোথেবরো অবস্থায় ভাঙা। মনে হল কয়েকটা ডাল কেউ ছেঁচে দিয়েছে। আজাদকে বললাম, কাঁঠাল গাছের ডালগুলো কি আগেও এমন ছিল?

আজাদ বলল, সেটা তো আমি খেয়াল করি নি!

তখন আমার মাথার মধ্যে চিন্তার উদয় হল, ডিব্লাড প্রাণিগুলো যেহেতু বুদ্ধিমান প্রাণি সুতরাং সেগুলোর যানবাহন-ও অবশ্যই ছিল। আর তার মধ্যে পাখাও ছিল। যার কারনে পাখার বারিতে ডালগুলো ভেঙে গিয়েছে। আর আজাদ যেহেতু ঝড়ের শব্দ শুনেছে, সেটা আসলে সেই যানবাহনের পাখার শব্দ ছিল।

কিন্তু সেই বাহনটা আসল কোথা থেকে?

আমি মনে মনে ভাবলাম, রাহাত যেহেতু উঠোনের মাঝখানে পরেছিল আর কাঁঠাল গাছটা দক্ষিন দিকে। তার মানে ডিব্লাড প্রাণীগুলো দক্ষিন দিক থেকে এসেছি। আমাদের দক্ষিন দিকে একটু খোজখবর নিতে হবে।

আজাদ বলল, দক্ষিন দিকে তুই কোথায় খুজবি?

আমি বললাম, আমদের কিছু একটা করতেই হবে!

- এখন তুই কি করতে চাস?

- কি করা যায় ভাবতো!

আমি আজাদকে বললাম, আমার জানা মতে দক্ষিন দিকে তো ঘন জঙ্গল! আজাদ বলল, তার মানে তুই বলতে চাচ্ছিস ডিব্লাড প্রাণীগুলো জঙ্গল থেকে এসেছে?

- তেমনটাও তো হতে পারে।

- তাহলে আমাদের তো সেদিকে একটু দেখে আসা দরকার।
-হ্যা।

আজাদের বাড়িতে অনেক্ষন যাবৎ বিশ্রাম করলাম। আজ এর এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে ইচ্ছা করছে না। ওদের বাড়িতে একটু ঘুমিয়ে নিলাম। ঘুম থেকে উঠে দেখি বিকাল হয়ে গেছে।
আজাদকে বললাম একটু গ্রামের দিক দিয়ে হেঁটে আসি। আজাদ বলল, তোর দাদু বাড়ি যাবি না!
আমি বললাম, ইচ্ছে করছে না।
- তাহলে এখন কোথায় যাবি?
- কয়েকটা বন্ধুদের বাড়ি থেকে ঘুড়ে আসি।
- চল তাহলে!

দুজনে হাটতে আরাম্ব করলাম। এই বিকেল টাইমে তো বেশিক্ষন ঘুড়তে পারব না। একটু পরেই সন্ধ্যা নেমে আসবে। আর সামনে আসা দিনগুলির কথাও আমাদের কল্পনা করতে হবে। আমরা যদি কিছু না করতে পারি তাহলে ভয়ংকর কিছু একটা হয়ে যেতে পারে।

পথ দিয়ে হাঁটছি আর দুজনে মনে মনে ভাবছি কি করা যায়। আজ থেকে রাতের বেলা আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। সেই প্রাণীগুলো কখন গ্রামের মানুষের উপর আক্রমন করবে তা বলা মুশকিল।

অনেক্ষন ধরে আলাপ আলোচনা করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। কখন মাগরিবের আজান হয়ে গেছে তা খেয়ালই করি নি। এখন আবার বাড়ির দিকে পথ ধরলাম।

আজাদকে বললাম, রাতে কিন্তু আমাদের জেগে থাকতে হবে। আজাদ বলল, ঠিক আছে। তুই জেগে থাকতে পারবি তো!
- আমি ঘুমিয়ে গেলে তুই জেগে থাকবি। আমার তুই ঘুমিয়ে গেলে আমি জেগে থাকব।

রাতে আজাদের বাডিতেই ছিলাম। রাতে যখন ঘুম ভাংল তখন কেবল রাত ১২ টা বাজে। শহরে থাকাকালীন এই রাত ১২ টাকে সামান্য মনে হত। কিন্তু গ্রামে সেটা অনেক রাত। কিসের কারনে আমার ঘুম ভাংল সেটা আমি বলতে পারব না। ঘুম ভাঙার অবশ্যই কোন কারণ থাকে। কিন্তু সেটা কি হতে পারে?
আজাদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম আজাদ হা করে ঘুমাচ্ছে। একটু শোয়ার চেষ্টা করলাম কিন্তু আমার মনে হয় না আর ঘুম আসবে।
ঘুমানোর চেষ্টাও করলাম না। মোবাইলে থাকা pdf ডকুমেন্টগুলো বের করে পড়ার চেষ্টা

করলাম। ডকুমেন্ট-এর নাম Tc.pdf ।
সেটা open করার পর দেখলাম কভার পেজে ডিজাইন করে লেখা "Time corporation (Tc)"
কিন্তু সেটা কি?

আরো নিচের দিকে যেতে আরাম্ব করলাম। সেখানে আমার বাবার নিজের টাইপ করা লেখা। সেটা থেকে জানতে পারলাম। সেটা একটা বড় মাপের প্রতিষ্ঠান। যেখানে নানান ধরনের রহস্যময় মিশন নিয়ে কাজকর্ম করে।

তখন বুঝতে পারলাম আমার বাবা তাহলে সেখানেই কাজ করেছেন! আস্তে আস্তেতে আমার ব্যাপরগুলো ক্লিয়ার হতে আরাম্ব করল।

সেই ডকুমেন্টে বাবা আরেকটা জিনিস ক্লিয়ার করেছে সেটা হল Tc এর সাথে যোগাযোগ করার উপায়।
আমার মনে হল এখন যদি ডিব্লাড প্রাণী সম্পর্কে কিছু সরাসরি জানতে চাই তাহলে আমাকে Tc এর সাথে যোগাযোগ করতে হবে। কিন্তু Tc এর সাথে যোগাযোগের উপায়টা এখন আমাকে জানতে হবে। তার জন্য আমাকে আরো পড়তে হবে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম রাত ২ টা বেজে গেছে।

ডকুমেন্ট থেকে একটা ঘড়ি সম্পর্কে জানতে পারলাম। ঘড়িটা কি Tc থেকে দেওয়া!
তার সাথে ঘড়িটা সম্পর্কে আরো অনেক গোপন কিছু জানতে পারলাম। তাই এখন আমার কাজ হল Tc এর সাথে যোগাযোগ করা।
কিন্তু সেটা করতে হলে তো আমাকে এখন বাসায় যেতে হবে আর সেই ঘড়িটা নিয়ে আসতে হবে। অবশেষে চিন্তা করলাম সকালে বাসায় রওনা হব। ঘড়িতে আড়াইটার মতো বেজে গেছে। সকাল হতে আরো চার ঘন্টা বাকি আছে।
ঘড়ের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলাম। মাঝে মাঝে জানালার পাশের বাশঝাড়গুলো শো শো শব্দ করে ডেকে উঠছে।
বিষয়টি দেখে খুশি হলাম যে ওদের জানালা দিয়ে দিব্বি থালার মতো রুপোলি চাঁদটা দেখা যায়। একটু বাইরে যেতে ইচ্ছে করছে আমার। প্রকৃতি যেন আমাকে চুম্বকের মতো বাইরের দিকে টেনে নিচ্ছে। দরজা খুলে বাইরের দিকে গেলাম।
বাইরে গিয়ে খেয়াল করলাম আকাশ দিয়ে একটা হেলিকপ্টারের মতো কিছু উড়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেরকম শব্দ হচ্ছে না। আস্তে আস্তে যেন সেটা নিচে নেমে আসছে। আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। এগুলো নিশ্চয়ই ডিব্লাড প্রাণীগুলোর যানবাহন। প্রাণীগুলো যদি আমাকে দেখে ফেলে তাহলে আমাকে ধরার জন্য আসবে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমাকে লুকিয়ে পড়তে হবে।

পাশের বাঁশঝাড়ের পেছনে লুকিয়ে পড়লাম। যানবাহনটা গ্রামের দিকেই এগিয়ে আসছে। কিন্তু সেটা কেন এদিকে আসছে? তাহলে আজও কি তারা কাউকে না কাউকে মেরে রক্ত নিয়ে যাবে! যানবাহনটা এতো কাছে চলে আসল যে আশেপাশের গাছগুলো ঝড়ের মতো আওয়াজ তুলল।

আজাদকে এখন আর ডাকতে পারব না। এখন যদি বাঁশঝাড় থেকে বের হই তাহলে নির্ঘাত তারা আমাকে দেখে ফেলবে। তাই চুপচাপ দেখতে লাগলাম সেগুলো কোথায় যায়। আমার ধারণাই ঠিক ছিল প্রাণীগুলো দক্ষিন দিক হতে এখন উত্তর দিকে যাচ্ছে।

আমাকে মনে হয় তারা দেখতে পারে নি। কিন্তু একটা জিনিস আমি বুঝতে পারছিনা যে আজকে কি আরো জীবনের আসঙ্কা আছে?

প্রাণীগুলো উত্তর দিকে অনেক দুরে চলে গেল। তখন আমি বার্শঁঝাড় থেকে বের হলাম। আজাদকে একটা ডাক দিলে ভালো হত। কিন্তু সেটার সময় এখন নেই। তারাতারি সেই প্রাণীগুলোর পিছু করতে হবে। যানবাহনটা খুব দ্রুত বেগে ছুটে যাচ্ছে। আমার সেই বেগে যাওয়া সম্ভব না জেনেও সেটার পেছনে দৌড়াতে লাগলাম।

কিছুক্ষন পরে দেখলাম সেটা আমার চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে না। এই গ্রামের কোন কিছু আমার অজানা নয়। গ্রামের অলিগলি বনজংগল সব আমার চেনা। বাড়ি ফিরে যেতে কোন কষ্টই হবে না। কিন্তু এখনো খুব অন্ধকার। যাওয়ার পথে মাঝে মাঝে কিসের সাথে যেন হোচট খাচ্ছি। আমার মনে হতে লাগল তাহলে প্রাণীগুলো আবার উত্তর দিকে গেল কোথায়?

গায়ে শক্তি থাকলে আরো অনেক্ষন দৌড়াতে পারতাম। কিন্তু এখন সেটা সম্ভব না। সেই প্রাণীগুলো অনেক দুরে চলে গেছে। গ্রামের সীমানা খুব বড়। আরো এক ঘন্টার মতো দৌড়ানোর পথ।

একটা বড় মাপের নিশ্বাস নিয়ে পেছনের দিকে হাঁটা আরাম্ব করলাম। কিছুক্ষর পরে পেছন দিকে অনেক দুরে অনেকগুলো মানুষের কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম। পেছন দিকে তাকালাম কিন্তু যেটা দেখলাম সেটা দেখার জন্য আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। সেই যানবাহনটা আমার থেকে একটু দুরেই। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আমাকে যেন ধরে ফেলবে। আমি সেখানে আর এক মূহুর্তের জন্য দাড়ালাম না। ডিব্লাড প্রাণীগুলো হয়তো আমাকে দেখে ফেলেছে। প্রানপণে সামনের দিকে দৌড়াতে লাগলাম। বাতাসের সেই শো শো শব্দ কখন শুরু হয়েছে তা আমি খেয়ালই করি নি।

যানবাহনটার দিকে তাকানোর সময়ও আমি পাইনি। শুধু সামনের দিয়ে দৌড়িয়ে যাচ্ছি। কিন্তু বাতাসের সেই শব্দটা আমার কানে এখনো আসছে। তার মানে এখনো সেই প্রাণীগুলো আমার পেছনেই আছে।

পরিস্থিতি বোঝার জন্য কিছুক্ষনের জন্য পেছন দিকে তাকানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু দেখলাম, যানবাহনটা মাটিতে নেমে এসেছে আর সেটার ভেতরে থাকা ডিব্লাড প্রাণীগুলো বের হয়ে আসছে। বাস্তবে সেগুলো দেখতে এতো ভয়ংকর হবে সেটা আমি আগে খেয়াল করি নি। সত্যি সত্যি এদের হাতগুলো সাধারণ মানুশের চেয়ে অনেক লম্বা। মুখটা দেখতে খুব ভয়ংকর।

প্রাণীগুলো আমার দিকে একটা বন্দুক ধরে আছে। সেটা দেখে আমি আর নিজেকে কনট্রল করতে পারলাম না। সোজা আর দৌড়ানো যাবে না। আমার বাম পাশে থাকা বিশাল নদীটাতে একটা ঝাপ দিলাম। নদীতে কস্তুরি পানা থাকার কারনে মনে হয় প্রাণীগুলো আমাকে ভালোভাবে টার্গেট করতে পারে নি।

প্রাণীগুলোর গুলির শব্দ শুনতে পেলাম। একটা বিশেষ ধরনের বুলেট আমার কানের পাশ দিয়ে শা করে ছুটে গেল। একটুর জন্য লাগল না।

কোনরকম নাকটাকে পানির উপরে রেখেছি। নদীর স্রোতে কোন দিকে চলে যাচ্ছি তা টের পাচ্ছি না। পানির মধ্যে ভেসে থাকতে থাকতে শরিরটা দুর্বল হয়ে গেছে। একসময় আমার চোখটা নেমে আসে। তারপর আমি আর কিছু মনে করতে পারলাম না।

যখন আমার চেতনা আসল তখন আমি খেয়াল করলাম একটা সুন্দর সাদা ধবধবে ঘড়ের মধ্যে শুয়ে আছি। যেই খাটের মধ্যে শুয়ে আছি সেটা খুব পরিপাটি। হটাৎ করে আমার চোখ গেল আমার কাপড়ের দিকে। এত সুন্দর কাপড় আমি জীবনেও দেখি নি। আরে! এটা তো রাজাদের পোশাক! দেখে মনে হতে লাগল এটা হয়তো কোন রাজ্য। আর সেই রাজ্যের রাজা হলাম আমি। কিন্তু কাপড়টা একটু ভেজা ভেজা লাগছে। উঠার চেষ্টা করেও উঠতে পারলাম না। শরিরটাও খারাপ লাগছে, তাই শুয়েই রইলাম। এমন সময় দরজা খোলার শব্দ হল। তাকিয়ে দেখলাম, লাল বেনারসি পড়া একটা মেয়ে দরজা খুলে আমার কাছে আসছে। নিজের খুব লজ্জা করতে আরাম্ব করল। সে আমার দিকে কিছুক্ষন মায়াবী চাহনীতে তাকিয়ে থেকে আমার পাশে এসে বসল। বুকের ভেতরের ধক ধকানি আমার নিজের কানে শুনতে পাচ্ছি। মেয়েটা বসেই তার হাতটা আমার বুকের উপর রাখল। সেটা দেখে তো আমি অবাক।
মেয়েটা আস্তে আস্তে তার হাতটা উপরের দিকে তুলছে। নিজের খুব শুরশুরি লাগতে আরাম্ব করল। হাতটা আমার গলার কাছে আনল। আর তারপর সেটা আস্তে আস্তে মুখের কাছে আনল।
আর তারপর যেটা দেখলাম সেটা দেখে আমার মাথাটা আগুনের মতো গরম হতে আরাম্ব করল।

দেখলাম মেয়েটা আমার ঠোটের দিকে তার ঠোট আস্তে আস্তে এগিয়ে আনছে। সেটা আমি

আর সহ্য করতে না পেরে ধরাপ করে উঠে পড়লাম। কিন্তু কোথায় গেল রাজ্য আর কোথায় গেল সেই সুন্দর মেয়েটি। মুখের কাছে সেই স্পর্শ এখনো রয়েছে। মুখে হাত দিয়ে দেখি মুখের উপরে একটা বড় সাইজের ব্যাঙ খামচে ধরে আছে। তার মানে এতক্ষন আমি সপ্ন দেখছিলাম।

কিন্তু আমি কোথায়?

খেয়াল করে দেখলাম এটা একটা নদীর ঘাট। কিন্তু সেটা জংগলের ভেতরে। কাপড়গুলো সব ভিজে আছে। সুন্দর সপ্নটার কথা মনে করে বুকের মধ্যে একটু ভালো লাগতে আরাম্ব করল। কিন্তু আমি এখন কোথায় আছি?

আমার আশেপাশে জংগল। সকাল বেলা কয়েকটা নাম না জানা পাখি ডাকতে আরাম্ব করেছে। সেখান থেকে উঠে একটু সামনের দিকে এগোনের চেষ্টা করলাম। কিন্তু সামনের দিকে কি আছে সেটা তো আর আমি জানি না। তারপরেও সামনের দিকে গেলাম।

পেছনের নদীটার দিকে একনজর তাকালাম। রাতের কথা মনে হতে লাগল। সেই কস্তুরি পানার কারনে শরিরটা চুলকাচ্ছে।

জংগলটা আস্তে আস্তে ঘন হয়ে আসছে। কিন্তু আমি কোথায় যাব?

যেভাবেই হোক আমাকে আজকের মধ্যে বাসায় যেতে হবে আর সেই ঘড়িটা আনতেই হবে। কিন্তু আমি কোথায় তাই তো আমি যানি না। মোবাইলটাও নেই। টাকাপয়সা তো নেই-ই। তখন মনে পড়ল পকেটে থাকা ৫ টাকার পয়সার কথা। পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম সেই পয়সাটাই এখন আমার সম্বল।

তখন মনে হল, নদীর পাড় ধরে হাটলেই তো আবার সেই যায়গায় পৌছাতে পারব। সেই কাজটি করলাম। নদীর কাছে দিয়ে সেটার পাড় ঘেষে হাটতে লাগলাম।

কিন্তু সেটা বেশিক্ষনের জন্য হল না। কিছু একটা খেয়াল করলাম। আমার মনে হতে লাগল কিছু হয়তো আমার দিকে আসছে। কিন্তু কি হতে পারে সেটা। হালকা বাতাসের অনুভুতি হল। তখন ভয় পেয়ে গেলাম। কেউ আমার দিকে এগিয়ে আসছে। একটু তারাতারি হাটতে লাগলাম। অবশেষে দৌড়াতে লাগলাম। কিন্তু বেশি সুবিধা করতে পারলাম না। কয়েকটা মোটা মতোন লোক আমার সামনে এসে দাড়াল। সবার কাপড়চোপড় বেশি সুবিধার না। পুরোনো পাঞ্জাবি আর মাথায় একটা টকটকে লাল গামছা পড়া।

সেই লোকগুলো আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। আমি বললাম, কি চাই আপনাদের?

সেই মোটা লোকগুলো বলল, আমাদের সাথে চল! তা না হলে এখনি তোকে এটা দিয়ে উপরে পাঠিয়ে দেব।

আমি দেখলাম সেখানকার এক গোফওয়ালা লোক আমার দিকে একটা পিস্তল ঠেকিয়ে ধরল। আমি হাত দুটো উপরে তুলে আত্বসমর্পণ করলাম। সেই লোকগুলো কোথেকে একটা

কালো কাপড় এনে আমার চোখ বেধে ফেলল। আর বাকি পথ আমাকে তারা টেনে নিয়ে গেল।

কোন রাস্তা দিয়ে আসলাম তা কিছুই দেখতে পেলাম না। প্রায় আধাঘন্টা পর চোখের বাধনটা খুলে দেওয়া হল। একটা ঘড়ের আমাকে রেখে দরজাটা তালা দিয়ে তারা বাইরে চলে গেল।

এখন আমার নিজেকে নিয়ে ভাবার সময় নেই। সকল মানুষদের নিয়ে ভাবার সময় এসে গেছে। যত দ্রুত সম্ভব Tc এর সাথে যোগাযোগ করতে হবে। কিন্তু এখান থেকে বের হব কিভাবে?

সেই লোকগুলোকে সেই এলিয়েনদের কথা বলা দরকার। কিন্তু তারা কি সেটা বিস্বাস করবে?

কিন্তু করে তো দেখা দরকার। তা না হলে তো আর এখান থেকে বের হওয়া যাবে না। চেষ্টা করে দেখা দরকার।

আমি বাইরে ডাকতে আরাম্ব করলাম আর বললাম, যদি আমাকে আপনারা বের না করেন তাহলে সবাই কিন্তু মারা পড়বেন!

আমার কথা কয়েকজনে শুনে হাসতে আরাম্ব করল। একটা ভাড়ি গলার লোক বলে উঠল, তুই কি এমন বাঘের বাচ্চা রে! যাকে না ছাড়লে আমরা মারা পড়ব। সেটা শুনে হাসার মাত্রা যেন আরো বেড়ে গেল। মনে মনে ভাবলাম কিচ্ছু করার নেই। যা করার আমাকেই করতে হবে। কিন্তু কি করব?

দরজার কাছে গিয়ে দরজাটা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলাম। নতুন কাঠে দরজা। বাইরে মনে হয় খিল আটকানো। কিন্তু বেশি ধাক্কানো যাবে না। তাহলে তারা সন্দেহ করতে পারে। ঠান্ডা মাথায় পালানোর আইডিয়া করতে হবে।

সকাল থেকে এখনো কিছু খাই নি। বেলা হয়ে গেছে বটে। পানি পিপাসা-ও ধরেছে। লোকগুলোর কাছে পানি চাইলে কেমন হয়!

বাইরে থাকা লোকগুলোকে ডাক দিয়ে বললাম, আমাকে একটু পানি দেন প্লিজ। খুব পিপাসা পেয়েছে।

লোকগুলোর মনে হয় একটু দয়া হয়েছে। ঘড়ের পেছনে ছোট্ট একটা জানালা। সেই জানালাটা একটা বারের জন্য খুলে গেল। এখানে যে একটা জানালা ছিল সেটা আমি খেয়াল করি নি। জানালাটা মনে হয় খাবার দেওয়ার জন্যই তৈরি করা হয়েছে।

এক লোক একটা স্টিলের গ্লাশে করে আমার জন্য পানি দিল। পানিটা খেয়ে নিলাম। আশেপাশে মনে হয় কোন টিউবওয়েল নেই। পানিটা ছিল বাসি। লোকটা এতোক্ষন আমার পানি খাওয়া উকি দিয়ে দেখছিল। পানি খাওয়ার পরে সে আমার কাছে গ্লাসটা চাইল। আমি গ্লাসটা তার হাতে দিয়ে বললাম, আমি এখানে একটা মিশনে এসেছি। এই এলাকাটাতে কিছু ভয়ংকর প্রাণী থাকতে পারে। সেগুলো না মারলে খুব বিপদ হয়ে যেতে পারে। আমাকে ছেড়ে দিন। আমি বাসায় গিয়ে একটা জিনিস নিয়ে আসব। আশা করি আমাদের এখানে আবার দেখা হবে।

সেই লোকটা বলল, তোর কথা কতটুকো সত্যি?

- আপনি বিশ্বাস না করলে আমার কিছু করার নেই। আমার কোন ক্ষতি হবে না। আমি এখন বন্ধ ঘড়ের মধ্যে। ক্ষতি হবে আপনাদের। আপনারা বাইরে রয়েছেন, যেকোন সময় আপনাদের উপর হামলা হতে পারে।

লোকটা আমার কথা শুনে মনে হয় একটু ভয় পেয়ে গেল।

তারপর লোকটা বলল, কথাগুলো কি সত্যি?

- হ্যা। একশো ভাগ সত্যি।

- কিন্তু আমার কাছে তো তোমাকে ছাড়ানোর অনুমতি নেই। সর্দার যদি দয়া করে অনুমতি দেন তাহলেই হবে। তা ছাড়া আমার আর কিছু করার নেই। তবে আমি তোমাকে ছাড়ানোর চেষ্টা করব।

আমি মনে মনে ভাবলাম লোকটা মনে হয় একটু নিরীহ টাইপের।

বিকাল হয়ে এসেছে। এখন পর্যন্ত শরিরে একটু দানাপানিও জোটেনি। ক্ষুধার কারনে মনে হচ্ছে নিজের শরিরের মাংস-ই কাঁচা কামড়ে কামড়ে খাই। এমন সময় আবার সেই সকালের লোকটা আসল। সাথে কিছু মুড়ি।

লোকটা বলল, আপনার জন্য এই অল্প নিয়ে এসেছি। আপনাকে খাওয়ানোর কোন নিয়ম নেই। আমি পালিয়ে এখানে এসেছি। তারাতারি এগুলো খেয়ে নিন। কেউ দেখে ফেললে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

আমি আর কিছু না ভেবে বাটিটা হাতে নিয়ে হাপুস হুপুস করে খেতে লাগলাম। দেখলাম লোকটা জানালা খোলা রেখেই চলে গেছে।

প্রচন্ড পানি পিপাশাও পেয়েছে। পানি ছাড়া শুকনো মুড়ি খাওয়া যে কি কঠিন, যারা খেয়েছে তারাই যানে।

মনে মনে আজাদের কথা মনে করতে লাগলাম। আজাদ তো আমার কথা সারাদিন চিন্তা করেছে। সকালে আজাদকে নিয়ে বের হলেই মনে হয় ভালো হত।

এমন সময় বাইরে চিৎকারের একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম। কারো কি কোন বিপদ হয়েছে নাকি?

মুড়ির প্লেটটা মেঝেতে রেখে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। কিন্তু যেটা দেখলাম সেটা দেখে আমার মাথায় রক্ত উঠে গেল। আমি দেখলাম সকালবেলা যেই যানবাহনটা আমার পিছু ধাওয়া করেছিল সেইগুলো এখানোও এসে পরেছে।

তারপর দেখলাম সেই যানবাহনটা থেকে সেই বিশ্রী ধরনের ডিব্লাড প্রাণীগুলো বের হয়ে আসছে। হাতে তাদের বিশেষ ধরনের বন্দুক। কিন্তু আরেকটার হাতে বন্দুক ছাড়াও আরো একটা জিনিস ছিল সেটা দেখতে অনেকটা সিরিঞ্জের মতো। কিন্তু সাইজে বিশাল।

বাইরে অনেকে বসে বসে আড্ডা দিচ্ছিল। আচমকা সেই প্রাণীদের উপস্থিতিতে তারা ভয় পেয়ে যায়। কয়েকজন পিস্তল থেকে গুলি ছুরে। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হল তাতে তাদের কিছুই হল না। সেই প্রানীগুলো উল্টো তাদের উপর হামলা করতে আরাম্ব করল। তাদের বিশেষ ধরনের বন্দুক দিয়ে কয়েকজনকে গুলি করল। কমজনই পালিয়ে যেতে পারল। গুলি খেয়ে কয়েকজন মাটিতে গরাগরি আরাম্ব করল।
একসময় একটা প্রানী এসে সেই সিরিঞ্চের মতোন বস্তুটা বের করে একটা লোকের ঘাড়ের কাছে ধরল। আর সাথে সাথে সেই লোকটার সমস্ত রক্ত সেই সিরিঞ্চে উঠতে লাগল। আর তার দেহটা আস্তে আস্তে কালো হয়ে যেতে আরাম্ব করল। ঠিক যেমন আমার বাবা-মায়ের হয়েছিল।

এভাবে আস্তে আস্তে সব মানুষের রক্ত নেওয়ার পর দেখলাম আশেপাশের মানুষের মধ্যে আর কেউ বেঁচে নেই।

তখন একটা প্রানী আচমকাভাবে আমাকে দেখে ফেলল। সাথে সাথে আমার আত্বা শুকিয়ে গেল। যে আমাকে দেখে ফেলল সে আশেপাশের আরো কয়েকজনকে ইনফরমেশন দিল। সাথে সাথে সবাই মিলে আমার উপর হামলা করল। আসলে আমার উপর হামলা করা সহজ নয়। আমি যেই ঘড়ের ভিতরে আছি সেটা ভাঙা অতটা সহজ নয়। কয়েকজন মিলে কয়েকদিক থেকে আক্রমন করা শুরু করল।

কয়েকটা প্রানী তাদের বন্দুক দিয়ে দরজার তালার মধ্যে গুলি করতে লাগল। আর কিছু সেই জানালাটার কাছে আসল।

ইস! জানালাটা আটকাতে ভুলে গেছি। এখন কি করব। এখন জানালা আটকে পড়ার কোন উপায় নেই। এখন কি করা যায় চিন্তা করতে লাগলাম। যেকোন সময় ঘড় ভেঙ্গে পড়তে পারে।

ভাবছি আর ভাবছি। এমন সময় ঘড়ের সব কিছু নরে উঠল। ভয় পেয়ে গেলাম।

কিন্তু আচমকা কয়েকটা প্রানী ঘড়ের একপাশটা দুমড়ে মুচড়ে ভেঙ্গে ফেলল। আর সাথে সাথে সব প্রানীগুলো হুর হুর করে ছোট্ট ঘড়টার ভিতরে ঢুকতে লাগল। আমি দেখলাম মূহুর্ত্তের মধ্যে ঘড় ভর্তি হয়ে গেল।

ঘড়ে এখন তিল পরিমান জায়গা নেই। বের হবো কোন দিক দিয়ে।

মজার ব্যাপার হল প্রানীগুলো এই ভিরের মধ্যে আমাকে দেখতেই পেল না। আর যারা দেখতে পেল তারা বন্দুকের নিশানা ঠিক করতে পারল না। চেষ্টা করছি ভাঙা অংশ দিয়ে বের হয়ে যেতে। কিন্তু ভিরের কারনে সেটাও পারছি না। প্রানীগুলো হঠাৎ এতোটা বোকামি করার কারণ বুঝতে পারছি না। এমন সময় একটা প্রানী আমার দিকে গুলি ছুড়ে দিল। কিন্তু তাদের জন্য দুক্ষের খবর যে সেটা অন্য একটা প্রানীর গায়ে লাগল আর সেটার গা থেকে লাল রঙের রক্ত বের হতে লাগল। রক্তে কয়েকজনের গা মাখামাখি হয়ে গেল। প্রানীরা একটু যেন ভয়

পেয়ে গেল।
সবাই সেই মৃত ডিল্লাড প্রানীর দিকে তাকিয়ে রইল। এটাই আমার একমাত্র সুযোগ। তখন ভিড় ঠেলে আমি ঘড়ের ভাঙা অংশ দিয়ে বের হয়ে গেলাম। আমার পালানোর খবর কয়েকটা প্রানী টের পেল, সাথে গুলি করারো চেষ্টা করল।
আমিও বুদ্বি করে সোজা পথে না গিয়ে আবলতাবল হাটতে লাগলাম। এতে প্রানীটাও আবলতাবল নিশানা করতে লাগল। একটা গুলিও লাগাতে পারল না।

কিন্তু আমি যাবো কোথায়। আমাকে আগে পালাতে হবে। কিন্তু এক্কেবারে পালালে চলবে না। আমাকে সেই প্রানীদের আস্তানায় যেতে হবে। দুরে ডিল্লাড প্রানীদের যানবাহন দেখা যাচ্ছে। যানবাহনটার দুদিকেই দরজা খোলা। আমি জঙ্গলের অন্য দিক দিয়ে ঘুড়ে যেতে আরাম্ব করলাম। কিন্তু বেশিক্ষন এগোলাম না। আবার অন্য দিক দিয়ে ফিরে আসলাম। এমনভাবে আসলাম যাতে প্রানীগুলো আমাকে দেখতে না পারে।

দুরে যানবাহনটি দেখা যাচ্ছে। যানবাহনের পেছনের দরজা দিয়ে আমাকে ভেতরে ঢুকতে হবে।
আমি তাই করলাম। প্রানীগুলো আমাকে এখনো খুজে বেড়াচ্ছে। আর কয়েকজন মৃত ডিল্লাড প্রানীটাকে পর্যবেক্ষন করছে।
আমি পা টিপে টিপে যানবাহনটার ভিতরে যেতে আরাম্ব করলাম। খুব সাবধান! একটা প্রানী দেখে ফেল্লে মারাত্বক বিপদ হয়ে যাবে।

যানবাহনটার ভিতরে গিয়ে দেখলাম সেখানে অচেনা সকল জিনিসপাতিতে ভরপুর। এখন আমাকে যানবাহনের মধ্যে পালাতে হবে।
কিন্তু কোথায় পালাব। এটার ভিতরের কিছুই তো আমি চিনি না। আশেপাশে তাকিয়ে দেখলাম, কিন্তু পালানোর কোন যায়গা পেলাম না। সময়মতো কিছু করতে না পারলে প্রানীগুলো এখানে এসে যাবে আর আমাকে দেখে ফেলবে।
এমন সময় উপরের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম একটা স্টোর করার মতো যেটা নিচের দিকে খোলা যায়। উপরে ওঠা খুব কঠিন হবে না। প্রথমে হাত দিয়ে খুলে দেখলাম জায়গা মোটামুটি ভালোই। উঠতে একটু কষ্ট হলেও বিষয়টা ভালোই লাগল।
সবচেয়ে বেশি কষ্ট হল দরজাটা আটকাতে। তবুও সেটা কোনরকম পারলাম।
স্টোর বক্সের ভিতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। চাবি ঢোকানোর ছিদ্র দিয়ে বাইরের দৃশ্য হালকা হালকা দেখা যাচ্ছে। প্রানীগুলো হয়তো এখনো আমাকে খুজে বেড়াচ্ছে। যত দ্রুত সম্ভব এখান থেকে বের হলেই বাঁচি। অক্সিজেন শেষ হয়ে গেলে আর কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবে না।
এমন সময় ধপধপানির আওয়াজ শুনতে পেলাম। মনে হয় এলিয়েনগুলো যানবাহনটাতে উঠে বসছে। ছিদ্রটা দিয়ে একটু দেখার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিছু বেশি সুবিধা করতে পারলাম না।

একসময় একটা প্রচন্ড ঝাকুনি অনুভব করলাম। পাখার শো শো শব্দ শোনা যাচ্ছে। একটু

হালকা হালকা ঢুলছি। তখন বুঝতে পারলাম যে প্রানীগুলো তাদের আস্তানার দিকে যাত্রা আরাম্ব করছে।

বাক্সের চারিপাশটা আস্তে আস্তে গরম হয়ে যাচ্ছে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। নিশ্বাসের তৃপ্তি কমে যাচ্ছে। যা কিছু হয়ে যাক না কেন তবু নড়া যাবে না। তাহলে হয়তো তারা বুঝে ফেলবে আমি এখানে আছি।

প্রচন্ড ঘেমে গেছি। গায়ের শার্টটা ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে। অনেক্ষন পর সামনের দিকে হালকা হালকা ধাক্কা অনুভব করলাম। বুঝলাম যানবাহনটা আস্তে আস্তে থেমে যাচ্ছে। আমি খুব সাবধানে একটু এগিয়ে গেলাম। বাক্সের দরজাটার কাছে গিয়ে চাবির ছিদ্রটা দিয়ে একটু আবার দেখার চেষ্টা করলাম।

যানবাহনটা মাটিতে নেমে এসেছে। এক এক করে সকল প্রানী সেটা থেকে নামছে। দেখতে পারলাম না তবে সেটা পায়ের ধুপ ধুপ আওয়াজ শুনে বুঝতে পারলাম।

যখন দেখলাম সেই পায়ের আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেছে তখন বুঝলাম সবাই মনে হয় নেমে গেছে।

আস্তে আস্তে দরজাটা খুললাম। তবে পুরোটুকু না। অল্প একটু। দেখলাম আশেপাশে কেওও নেই।

আস্তে আস্তে নিচে নামার জন্য প্রস্তুত হলাম। নামা যতটা সহজ মনে করেছলাম ততটা সহজ না। লাফ দিয়ে নামতে হবে। আর এতে বিপদ হতে পারে। কিন্তু লাফ দেওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই।

আল্লাহর নাম নিয়ে লাফ দিলাম। নিচে ধুপ করে শব্দ হল। মনে হল যানবাহনটা একটু কেপে উঠল। ডিব্লাড প্রানীরা বুঝে ফেলল নাতো! দরজাটা আটকানো। কিন্তু সেটা একেবারে আড়কানো না। খোলা যাবে।

সর্বনাশ! আমার পায়ের শব্দ শুনে মনে হয় কয়েকজন টের পেয়ে গেছে। যার কারণে কয়েকটি প্রানী আমার দিকে এগিয়ে আসছে। দরজাটা চাপিয়ে দেওয়া। বন্ধ দরজার আড়ালেই সোজা হয়ে ঠায় দাড়িয়ে রইলাম।

কয়েকটি প্রানী এসে দরজা খুলল। খোলা দরজার কারনে আমাকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না। প্রানীগুলো এসে খোজাখুজি করতে আরাম্ব করল। তাদের হাতে বন্দুক আছে কিনা তা আমি যানি না। দরজার পেছনে তারা দেখল না। কিছুক্ষন খোজাখুজি করে কিছু না পেয়ে তারা চলে গেল। যাওয়ার সময় আবার দরজাটা বন্ধ করে গেল।

মনে মনে ভাবলাম এদের দরজায় কি কোন লক নেই! সিনামাতে দেখেছি কিছু গুরুত্বপূর্ণ দরজায় অনেক ধরনের লক সিস্টেম থাকে। যেমন, ফিঙ্গারপ্রিন্ট লক, ফেস লক, রেটিনা স্ক্যান লক ইত্যাদি। কিন্তু এখানে তেমন কিছু মোটেও নেই।

আমি দরজার সামনে এসে দরজাটা হালকা ফাকা করলাম। দেখলাম তারা যানবাহনটাকে

একটা ঘণ জঙ্গলে ল্যান্ড করেছে। বাইরে বের হতে হবে। কিন্তু খালি হাতে না। এখানে হয়তো কোন অস্ত্রপাতি রয়েছে। যানবাহনটার ভেতরে সব জায়গায় খুজতে লাগলাম। অনেক খোজাখুজির পর চার চারটা বন্দুক পেয়ে গেলাম। কিন্তু সেগুলো কিভাবে ব্যাবহার করতে হয় তাই তো আমি যানি না। একটু টেষ্ট করে দেখার দরকার ছিল। সাধারণ পিস্তলের মতোই কি এগুলো ফায়ার করে নিতে হয়?

জীবনে কখনো বন্দুক চালাই নি। ছোট বেলায় তো আমি কোনদিন খেলনা পিস্তল-ও কিনি নি। পিস্তল চালানো শিখে গেলে আমার আর বিপদ থাকবে না। একটা একটা করে হেড শুট করব। বন্দুকটা ভালোভাবে দেখে নিলাম। বন্দুকের উপরের মাথায় একটা সুইচ। সেখানে লেখা "on--off"। সুইচটা অন করে নিলাম। তারপর বন্দুকটা উপরের দিকে ধরে স্টিগারে চাপ দিলাম। সাথে সাথে ঠাস করে একটা শব্দ হল আর আমি উপরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম উপরের কিছু অংশ ছিদ্র হয়ে গেছে। কিন্তু বড় একটা বিপদ হয়ে গেল। আচমকা কয়েকটা প্রানী আমার দিকে দৌড়ে আসল। আমি পালানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলাম। অবশেষে ধরা পরে গেলাম।

আমার হাতে তিন তিনটা বন্দুক দেখে তারা একটু সাবধান হয়ে গেল। তারাও আমার দিকে বন্দুক ধরে আছে। কি করব বুঝতে পারছি না। জোর গলায় বললাম, বন্দুক নামা না হয় তোদের সব কয়টাকে এখানেই শেষ করে দেব!

প্রানীগুলো একে অপরের দিকে মুখ চাওয়া চাওয়ি করছে। আমার কথা শুনে মনে হল তারা অবাক বনে গেছে। পরে বুঝতে পারলাম তারা আমার কথা বুঝতে পারে নি। আমি তাদের জোরে কয়েকটা ধমক দিলাম। এতে তারা মনে হয় একটু ভয় পেয়ে গেল। প্রানীগুলো নিজেদের মধ্যে কি যেন কথা বলল। তার আগা মাথা আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। পরে দেখলাম প্রানীগুলো আমার হাতে একটা কি যেন পড়িয়ে দিল। দেখতে পুলিশদের হ্যান্ডকাফ এর মতোন।

তারপর কয়েকটা প্রানী আমাকে কোথায় যেন টেনে নিয়ে যেতে আরাম্ব করল। কোথায় যাচ্ছি আমি তা জানি না। এমসময় সামনে একটা বিশাল বাড়ি দেখতে পেলাম। বাড়িটা দেখে জমিদার বাড়ি মনে হয়। কিন্তু এখন সেটাকে একটা ভূতুরে বাড়ি বললে ভুল হবে না। প্রানীগুলো আমাকে সেই জমিদার বাড়ির ভিতরে নিয়ে যেতে লাগল। বাড়ির আশেপাশের দেওয়ালের দিকে চোখ পড়তেই দেখলাম সেখানে অনেক পুরোনো আমলের কিছু ডিজাইন। যাকে টেরাকোটা বলা হত।

কিছুক্ষন পরে প্রানীগুলো আমাকে একটা কক্ষের ভিতরে নিয়ে গেল। সেখানে যাওয়ার পর দেখলাম ডিব্লাড প্রানীর মতোই একটা প্রানী বসে আছে। কিন্তু সেটা সাইজে একটু বড়। সেই প্রানীটা আমাকে দেখে চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। ততক্ষনে আমার কিসের জন্য যেন ভয়ডর কেটে গেছে। তাদের সাথে বাংলা ভাষায় কথা বলা যায় না। অন্য

ভাষা ট্রাই করে দেখা দরকার।
আমি তাই সেই বিশাল প্রানীটিকে উদ্দেশ্য করে বললাম, " who are you?"

আমার কথা শুনে মনে হয় রুমের সবাই বিষম খেল। সেখানকার নেতা কি যেন বলল, যার কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। যারা আমাকে ধরে নিয়ে এসেছে তারা আমাকে সেই নেতার আরো কাছে নিয়ে গেল। সে আমার কাছে এসে আমার সমস্ত শরীর পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। তারপর বিশাল আকৃতির সেই লোকটা সবাইকে কি যেন একটা আদেশ দিল আর যারা আমাকে বন্দি করেছিল তারা আবার আমাকে যেন কোথায় নিয়ে যেতে লাগল।

কিছুক্ষন পর দেখলাম তারা আমাকে আবার অন্য একটা রুমে নিয়ে গেল। সেখানে খাচা জাতিয় কিছু রয়েছে। তারপর প্রানীগুলো খাচার দরজাটা খুলে আমাকে ভিতরে ঢুকিয়ে দিল আর দরজাটা লাগিয়ে দিল। সেই প্রানীদের তো আর পকেট নেই। চাবিটা আমার থেকে ৩-৪ মিটার দুরের একটা লোহাতে ঝুলিয়ে রাখল।
এই খাচা থেকে বের হবার পরিকল্পনা করতে হবে। কিন্তু এখান থেকে বেই হয়েই বরং করবটা কি? ঠান্ড মাথায় পরিকল্পনা করতে হবে।
আশেপাশের ভাব দেখে বুঝতে পারলাম সন্ধ্যা হয়ে গেছে। রাতের বেলাই আমাকে কিছু করতে হবে। মাথায় চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে।
চাবিটার দিকে তাকিয়ে আছি। আর মনে মনে ভাবছি কি করা যায়। আমার থেকে একটু দুরে একটা বাল্ব জ্বলছে। সেটার দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম, এখানে ইলেক্টিসিটি আসলো কিভাবে! নাকি এটা সেই এলিয়েনদের কারবার।

খুধাও তো প্রচুর পেয়েছে। মনে হচ্ছে নিজের চামড়াগুলোই কামড়ে কামড়ে খেয়ে ফেলি। প্রানীগুলো আমাকে কি পেয়েছে? আমাকে কি দেখে চিড়িয়াখানার বানড় মনে হয় যে আমাকে ওরা এখানে বন্দি করে রেখেছে?

আস্তে আস্তে মনে হয় রাত হয়ে যাচ্ছে। আলো অনেক্ষানি কমে এসেছে। সেটা দূরে দেয়ালে থাকা ছিদ্রটা দিয়ে বোঝা যায়। কিছুক্ষন পরে একটা প্রানী আমার সাথে মোলাকাত করতে আসল। মোলাকাত বললে ভুল হবে। বলতে হবে, পর্যবেক্ষন করতে এসেছে।
সেটা আমার কাছে এসেই আমার সারা শরিরের দিকে লোভনীয় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। মনে হল, আমার শরিরের প্রত্যেকটা রক্তের ফোটা খুব মুল্যবান।

আমাকে যা করার সব কিছু প্ল্যান মাফিক করতে হবে। ব্যাটার হাতে বন্দুক নেই। সেই লোকটাকে মুখের দিকে ইশারা করে বোঝালাম যে আমার ক্ষুধা পেয়েছে। ইশারা করলে তো কুকুরেও বোঝে। কিন্তু এই প্রানীগুলো কিছুই বুঝতে পারল না। মনে মনে খুব রাগ হল। মনে হচ্ছে লোহার শিকগুলো খুলে সেটার মাথায় দশ-বারটা বারি মারি। কিন্তু সেটা হল না।

কিছুক্ষন পরে আমাকে অবাক করে দিয়ে আরেকটা প্রানী আমার জন্য এক ধরনের পানি নিয়ে

আসল। পানিটা একটা কাঁচের বতলের মধ্যে। দেখতে লাল। আমার সন্দেহ হতে লাগল, হয়তো এগুলো সেই মৃত মানুষের রক্ত। মজার ব্যাপার হল বতলটা খাঁচাটার ভিতরে ঢুকল না। অনেক ভাবে চেষ্টা করেও যখন সেটা ঢুকল না তখন প্রানীদুটি বাধ্য হয়েই লোহাতে ঝুলিয়ে থাকা চাবিটা এনে দরজা খুলল। পানিটা আমার হাতে দিল। কিন্তু পানিটার গন্ধে আমার মাথা ঘুরে পরে যাওয়ার মতো অবস্থা। এই প্রানীগুলো এসব খায় কি করে?
এখনি সময়!

প্যান্টের পেছনে লুকিয়ে রাখা আরেকটা বন্দুক বের করে দুজনকে দেখালাম। হ্যা! যখন যানবাহনের ভিতরে ছিলাম তখন চারটা থেকে একটা বন্দুক প্যান্টের পেছনে লুকিয়ে রেখেছিলাম।

প্রানীগুলো বন্দুকটা দেখে অপ্রস্তুত হয়ে গেল। নিজেদের মধ্যে কথা বলা আরাম্ব করতে যাচ্ছিল আর এমন সময় আমি আমার হাতে থাকা কাঁচের বতলটা লোহার শিকের মধ্যে বারি দিয়ে সামনের অংশ ধাড়ালো করে নিয়ে প্রথমে একটা প্রানীর চোখ বরাবর ঢুকিয়ে দিলাম।

বাকি প্রানীটা কি করবে খুজে পাচ্ছে না ভাবতে ভাবতেই বতলটা চোখ থেকে খুলে অন্যটার চোখে ভোচ করে ঢুকিয়ে দিলাম। প্রানীদুটি মনে হয় মরে নি তবে এদের এক্কেবারে খতম করে দিতে হবে।
দুইটারই চোখ অন্ধ হয়ে গেছে। প্রানীদুটি একসময় মাটিতে গরাগরি খেতে আরাম্ব করল। তারপর আমি খাচা থেকে বের হলাম। ইচ্ছে করছে বন্দুক দিয়ে গুলি করে দুজনকে উপরে পাঠিয়ে দেই। কিন্তু সেটা করা যাবে না। গুলির শব্দ শুনে সবাই এখানে চলে আসতে পারে।

কাচের বোতল দিয়েই দুজনের মাথায় জোরে আঘাত করলাম। কিছুক্ষন পর দেখলাম দুটির আর নড়ার নাম নেই। বুঝলাম প্রানীদুটি মরে গেছে। কিন্তু এখন কি করব?
সব প্রানীদের জানতে দেওয়া যাবে না যে আমি খাচা থেকে বের হয়ে গেছি। আরেকটা কাজ বাকি। প্রানীদুটিকে টেনেহিঁচরে সেই খাচার ভিতরে ঢুকিয়ে দিলাম। আর তালা দিয়ে ফেললাম।

আমাকে এখান থেকে সাবধানে বের হতে হবে। বাইরে মনে হয় কিছু প্রানীরা পাহাড়া দিচ্ছে। আমি দরজার আড়াল দিয়ে বাইরেটা ভালোভাবে দেখে নিলাম।
নাহ্!
বাইরে তো কেউ নেই দেখছি। দরজাটা হালকা ফাকা করে সেই রুম থেকে বাইরে বের হলাম। সামনটায় হালকা আলোর বাতি জ্বলছে। কিন্তু আমার মনের একটাই প্রশ্ন হল এই কারেন্টের উৎস কোথায়। এই ঘন জঙ্গলে বিদ্যুতের কোন চিহ্নই আমি দেখি নি। তাহলে কারেন্ট কিভাবে আসল। নিশ্চই ঘড়ের ভিতরেই কোন সোর্স আছে!

দেখলাম কারেন্টের লাইনটা কোন দিক থেকে আসছে। লাইনটা ধরে সামনের দিকে এগোতে চেষ্টা করলাম। আবার আশেপেশেও দেখার চেষ্টাও করলাম। হয়তো সামনে কোন বিপদ

আমার জন্য অপেক্ষা করছে! নিজের হাতের বন্দুক দুটি ফায়ার করে সামনের দিকে ধরে রাখলাম। আস্তে আস্তে পায়ে পায়ে এগোচ্ছি।
চারদিকে নিস্তব্ধতা। এই জমিদার বাড়ির ভিতরে যেন জঙ্গলের কোন ডাকই শোনা যাচ্ছে না।

এমন সময় পেছন থেকে ঠাস করে একটা গুলির শব্দ হল। হ্যা! গুলিটা আমাকেই করা হয়েছিল। কিন্তু সেটা কোনরকম বাম হাতের কাছ দিয়ে শা করে ছুটে গেল। এবং সেটা গিয়ে সামনের দেয়ালে লাগল।

আমি পেছনে ঘুড়ে সাথে সাথে কয়েকটা গুলি করে দিলাম। আর তাতেই প্রানীটা নিহত হল। এমন সময় আসেপাশে সাইরেনের মতো কিছু বেজে উঠল। মনে হল সবাই আমার ব্যাপারে টের পেয়ে গেছে। কি করব কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। কিছু একটা করতেই হবে। মাথার উপরে থাকা রড বাল্বের দিকে নজর পড়তেই একটা বুদ্ধি মাথায় আসল।
বন্দুকটা বাল্বের দিকে ধরে ঠাস ঠাস করে গুলি ছুড়ে দিলাম। বাল্বে গুলি লেগে চুর চুর করে সেগুলো ভেঙ্গে গেল। সাথে কিছু আগুনের ফুলকিও বের হল। আরো অনেক বাল্ব বাকি। চিন্তা করলাম সবগুলিই একটা একটা করে ভাঙব। আমি নিজে যে এত ভালো করে বন্দুক চালাতে পারি তা আগে আমি নিজেও জানতাম না।

সামনের দিকে এগোচ্ছি আর মাঝে মাঝে পেছনের দিকে তাকাচ্ছি। হয়তো পেছন থেকে আবার কেউ এসে পরবে। কিছুক্ষন আগে একটুর জন্য বেঁচে গেছি।
হঠাৎ সামনে তাকিয়ে দেখি আবার চার-পাঁচটা প্রানী আমার সামনে দাড়িয়ে পড়ল। কয়েকটাকে গুলি করলাম আর কয়েকটা আমার সামনের দিকে আসতে লাগল। কি করব ভেবে পাচ্ছি না। তারপর আবার পুনারায় একই কাজ করলাম। উপরে থাকা রড বাল্বগুলোর কাঁচের মধ্যে কয়েকটা গুলি লাগিয়ে দিলাম।

কাঁচগুলো চুর চুর করে ছুটে এসে কয়েকটার গায়ে এসে পড়ল। কয়েকটার চোখে কাঁচের গুরা ঢুকে পড়ল। সেগুলো সেখানেই মাটিতে গরাগরি খেতে আরাম্ব করল। আর বাকিগুলোর গায়ের কিছু অংশে কাঁচের গুরা ঢুকে রক্ত বের হতে লাগল।

যারা ভালো ছিল তারাও কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে কিছুটা পিছিয়ে গেল। সেখানেই ঠাস ঠাস করে সবাইকে উপরে পাঠিয়ে দিলাম। যারা মাটিতে গরাগরি করছিল তাদেরকে-ও এক পিস করে লাগিয়ে দিলাম। সেখানে এক্কেবারে রক্তারক্তি অবস্থা করে ফেললাম।

সাইরেনের শব্দটা এখনো আমার কানে আসছে। মনে হয় সামনের সিকিউরিটি আরো বাড়ানো হয়েছে। কারেন্টের লাইনটার দিকেই এগোচ্ছি। সামনে আরো কয়েকটা প্রানী আসলে তাদেরকেও গুলি করে মেরে ফেলছি।
বন্দুকের রাউন্ড সম্পর্কে আমার ধারাণা নেই বললেই চলে। আর কতগুলি বুলেট রয়েছে তার

কিছুই আমি যানি না। যেকোনো সময় বুলেট শেষ হয়ে যেতে পারে। তাই সামনে মরে পরে থাকা প্রানীগুলোর হাত থেকে বন্দুকগুলো কুড়িয়ে নিয়ে প্যান্টের পেছনে লুকিয়ে রাখলাম।

কিন্তু তখনি আমার সামনে অনেকগুলো প্রানী একসাথে পড়ল। সবাই মিলে যদি একটা করেও গুলি করে তাহলেই আমার শরির আর খুজে পাওয়া যাবে না। কিছু উপায় না থেকে পেছনের দিকে পালানোর জন্য দৌড় দিলাম। প্রানীগুলো আমাকে দেখে ফেলেছে। তারাও আমাকে দেখে দৌড়াতে লাগল। তাদের সবার হাতেই একটা করে বন্দুক। মনে মনে ভাবলাম এইবার হয়তো আমি শেষ। আমি আবার সামনের দিকে আবলতাবল দৌড়াতে লাগলাম যাতে গুলি না লাগতে পারে। পেছনে তাকিয়ে গুলি করতে যাব আর এমন সময়ই বিপদটা ঘটল। গুলি করতে যাব আর এমন সময় বুলেট শেষ হয়ে গেল।
প্যান্টের পেছন থেকে আরেকটা বন্দুক বের করলাম। সেটা দিয়ে কয়েকজনকে হেড-শুট করলাম। ৫-৬ টার মতো মারতে পারলাম। অনেকটি প্রানীকে এক এক করে মারা সম্ভব নয়।

পেছন দিকে দৌড়িয়ে আমার পুনারায় আগের আগের জায়গায় ফিরে আসলাম। যেখানে আমাকে খাচায় বন্দি করে রাখা হয়েছিল। যখন প্রানীগুলো আমার থেকে অনেক দুরে ছিল তখন দুর থেকে অনেকগুলোকে গুলি করতে পারলাম। কিন্তু প্রানীগুলো আমাকে গুলি করতে পারল না।

ভেবেছিলাম এখানকার কারেন্টের লাইনটা ডিজেবল করে দিব। কিন্তু এখন সেটা করা বিপজ্জনক হতে পারে।
এখন আমাকে নতুন পরিকল্পনা করতে হবে। সেটাই আমি এখন ভাবছি। প্রানীগুলোর হাত থেকে কোনরকম বেঁচে গেছি। তখন মনে মনে ভাবলাম, যদি এদের যানবাহনটা ধ্বংস করে দেই তাহলে প্রানীগুলো আর নিজ গ্রহে ফিরে যেতে পারবে না। তবে বের হওয়ার রাস্তাটা আমার চেনা। কিন্তু সেখান দিয়ে খুব সাবধানে বের হতে হবে।

আস্তে আস্তে আবার সামনের দিকে এগোচ্ছি। মনে মনে ভাবতে লাগলাম, বাড়িটা এতো বিশাল? কিন্তু এটার মালিক কে বা কোথায় থাকে?
প্রায় যখন বাইরের দরজায় এসে গেছি তখন খেয়াল করলাম বাইরের গেটের কাছে পাহাড়াদার একটু বেশি। কিন্তু তাদের সাথে যে পারব না তা তো হয় না! বাবা মাঝে মাঝে বলতেন, কোন বড় কাজে হতাস না হয়ে ধৈর্য ধরে ঠান্ডা মাথায় আর ভেবে চিন্তে পরিকল্পনা করতে পারলে সেই কাজে সফলতা আসবেই।

বাবার কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করার চেষ্টা করলাম।
পাহাড়াদারগুলো মনে হয় আমাকে এখনো দেখে নি। যার কারনে এখনো তারা এদিক ওদিক তাকিয়ে পাহাড়া দিচ্ছে। সেফটির জন্য নিজের একটা কিছু দরকার। শক্ত জাতিয় কিছু হলেই হবে। এই বন্দুকের বুলেট খুব চিকন আর মারাত্বক। মনে হয় শরিরের অনেক গভীরে ঢুকে পরে। একটা গুলি করার কারনেই প্রানীগুলো মারা যায়। তাহলে যদি আমার লাগে এক্কেবারে

উপরে চলে যাব।

আশেপাশে ভালো দেখে কিছু একটা খুজতে লাগলাম। বাড়িটাতে অনেক জিনিস কিন্তু সেগুলো খুব নরম আর ভঙ্গুর। সেগুলো দিয়ে কাজ চলবে না। কাঠ জাতিয় কিছু একটা পেলেই হল।
একটু খোজাখুজির করার জন্য যখন পেছন দিকে তাকিয়েছি তখনি আমার কানে অনেক প্রানীর হাটার আওয়াজ শুনতে পেলাম। কিছু করার না থাকায় পাশে একটা ছোট রুমে ঢুকে পরলাম। রুমটা এক্কেবারে খালি। কিসের যেন একটা বোঁটকা গন্ধ আমার নাকে এসে লাগল। মনে হয় কোন ইঁদুর টিঁদুর মরে পঁচে আছে।

হাটার শব্দ আরো বেশি শোনা যাচ্ছে। মনে হয় এদিকেই আসছে। আরো সাবধান হয়ে গেলাম। নিজের বন্দুকটা প্রস্তুত রাখলাম। দরজার দিকে তাক করে আমি দরজার কিনারায় লুকিয়ে পড়লাম। এখানে আশেপাশে কিছু ছোট ছোট বাল্ব জ্বলছে। সেগুলোর আলোতেই দেখতে পাচ্ছি দরজাটাতে ঘুণে ধরে প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে। এমনকি কিছু কিছু যায়গা এক্কেবারে ঝুরঝুরে হয়ে গেছে। মাথায় চমৎকার আইডিয়া আসল।

দরজাটা ভালো গুলি প্রতিরোধ করতে পারবে। কিন্তু এখন সেটা ভাঙ্গা যাবে না। প্রানীগুলো আগে এখান থেকে যাক তারপর দেখতে হবে। প্রানীগুলোর যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি। প্রানীগুলো পাহাড়া ঠিকমতো হচ্ছে কিনা তা দেখতে আসল। পাহাড়াদার প্রানীগুলোর সাথে কিসব কথাবার্তা বলে আবার চলে যেতে আরাম্ব করল।
তারা আবার দরজার কাছে এসে গেল। তখন আমি আবার চুপ হয়ে গেলাম। দরজার আড়াল দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, প্রানীগুলো আশেপাশে আমাকে খোজার চেষ্টা করছে।
যখন দেখলাম প্রানীগুলো ভালোই দুরে চলে গেছে এবং আমাকে আর দেখতে পাবে না তখন দরজাটার কব্জার মধ্যে কয়েকটা লাথি দিয়ে দরজাটা ভাঙ্গার চেষ্টা করলাম। কব্জাটাও প্রায় জং ধরে গেছে। লাথি দেওয়ার কারনে দরজা থেকে ঝুর ঝুর করে ঘুণের গুরো পরতে লাগল।

কিছুক্ষণ লাথি দেওয়ার পর পুরো দরজাটা চৌকাঠ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারলাম। দরজাটা জাগিয়ে দেখলাম সেটা এক্কেবারে হালকা। এখন এটাকে একটা বিশাল ঢাল হিসাবে ব্যাবহার করা যাবে। দরজাটা মাথায় তুলে নিয়ে সামনে থাকা পাহাড়া দেওয়া প্রানীদের কাছে যেতে আরাম্ব করলাম।
হয়তো প্রানীরা আমাকে আগের মতো দেখতে পারে নি। আমি আস্তে করে দরজাটা আমার নিজের সামনে দাড় করালাম। তখন প্যান্টের পেছন থেকে নতুন একটা বন্দুক বের করে পাহাড়া দেওয়া প্রানীদের উপর গুলি করতে আরাম্ব করলাম।

সেই প্রানীদের উপর একটা বিশ্রীংক্ষলা দেখা গেল। তারা বুঝে উঠতে পারল না যে তাদের কোন দিক থেকে গুলি করা হচ্ছে। সবচেয়ে ভাল ব্যাপার হল পাহাড়া দেওয়া প্রানীদের মাঝখানে একটা লোহার গেট ছিল। সেই গেটে শক্ত তালা দেওয়া। প্রানীগুলো তালা খোলার

মতো অবস্থা তখন নেই। একটার পর একটা গুলি ছুরেই যাচ্ছি। কিছু গুলি লোহার গ্রিলের সাথে লেগে বিকট শব্দ হচ্ছে আর সেখান থেকে আগুনের স্ফুলিংগ বের হচ্ছে।
আমার সামনে রাখা দরজায় ঠাস ঠাস করে গুলি লাগছে। দরজাটা আস্তে আস্তে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আড়াল থেকে গুলি করা খুব কঠিন। এতে হাতে গুলি লাগার সম্ভাবনা বেশি।

আমার থেকে সেই প্রানীদের দুরত্ব প্রায় এখন ছয়-সাত মিটারের মতো। এমন সময় সেই ডিব্লাড প্রানীগুলো একটা জিনিস আমার দিকে ছুড়ে মারল। কি ছুড়ে মারল সেটা ভাবার সময় আমার এখন নেই। মনে হল সেটা একটা গ্রেনেডের মতো কিছু। সেটা আমার পাশে পড়া মাত্রই সেটা হাতে নিয়ে আবার আমি তাদের দিকে ছুড়ে মারলাম। কাজটা করতে আমার এক সেকেন্ডেরো কম সময় লাগল।
তার সাথে সাথেই বুম করে একটা শব্দ হল। একটা আলোর ঝলকানির কারনে আমি কিছুক্ষন ভালোভাবে চোখেও দেখতে পারলাম না। প্রানীগুলো গুলি করাও কিছুক্ষনের জন্য বন্ধ করল। প্রচন্ড তাপে মনে হয় আমার শরির জ্বলে যাবে।
দরজার পাশ দিয়ে দেখলাম বেশিরভাগ প্রানীই পুরে গেছে। আর আসল কথা হল গেটটা ভেঙ্গে গেছে। আর দু একটা প্রানী আমার দিকে দৌড়িয়ে আসতে আরাম্ব করল। এখন সেই দরজাটা ধরে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব না। তাই দ্রুত বন্দুক দিয়ে একটার মাথায় গুলি লাগানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে গুলিটা লাগল না।

দরজাটি রেখে পেছন দিকে পালাতে যাব আর এমন সময় আমার কোমরের একটু নিচে একটা বুলেট শা করে ছুটে এসে লাগে। তখন পেছনের দিকে আমার বন্দুকটি তাক করে দুটোকে নিশান মতো বুলেট ছুরে দিয়ে উপরে পাঠিয়ে দিলাম। সাথে সাথে নিচে বসে পড়লাম।
কিছুক্ষনের জন্য মনে হল এই মূহুর্তে আমি শেষ।
কিন্তু গুলি লাগার ফলে তো ব্যাথা পাচ্ছি না!
তখন আমার যেখানে গুলি লেগেছে সেখানে হাত দিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম। প্যান্টটা ফুটো হয়ে গেছে। কিন্তু ব্যাথা পাচ্ছি না কেন?

কিন্তু একটু পরে ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম, গুলিটা আমার মাঁজায় লাগে নি। গুলিটা লেগেছে আমার পকেটে থাকা পয়সার মধ্যে। তখন আমার মনে পড়ল সেই ৫ টাকা পয়সার কথা। যেটাই আমার বর্তমান সম্বল ছিল। হয়তো এটা না থাকলে আজকে আমি মারাই যেতাম!
বোমাটির শব্দ শুনে মনে হয় আরো কয়েকটা প্রানী আমার দিকে বন্দুক হাতে ছুটে আসছিল। আমি ভাঙ্গা গেটটার দিকে জোরে দৌড় দিলাম।

বাড়িটার একটা কোনায় যানবাহনটা দাড়িয়ে আছে। যানবাহনটার সাইজ বড়সড় দুইটা খাটের সমান। এটা ধ্বংস করব কিভাবে সেই চিন্তাটাই করতে লাগলাম।

গেটের সামনে অনেকগুলো প্রানীর লাশ পরেছিল। সবার হাতেই একেকটা বন্দুক। বেশিরিভাগ প্রানীই বোমার(বলতে গেলে গ্রেনেডের) কারনে মারা গেছে। বন্দুকগুলো হয়তো নষ্ট হয়ে

গেছে। সেই লাশগুলোর কাছে গেলাম। রক্তে আশেপাশে সব লাল হয়ে গেছে। আমার কানে এখনো দুরের সাইরেনের শব্দ আসছে। হয়তো প্রানীগুলো ভিতরে আমাকে খুজে বেড়াচ্ছে।

এমন সময় আমার চোখ পড়ল একটা প্রানীর পাশে থাকা ব্যাগের দিকে। একটা গ্রেনেডের মতো কিছু বের হয়ে আছে। আমি বসে ব্যাগটা সম্পুর্ণ ঢাললাম। অনেকগুলো গ্রেনেডের মতো কিছু। জিবনে গ্রেনেড ব্যাবহার করি নি। শুধু গুগলে ছবি দেখেছিলাম। আর একটা জিনিস জানতাম সেটা হল এটার পিন খুলে ছুড়ে মারতে হয়।
কিন্তু এখানে কোন পিন জাতিয় কোন কিছু দেখতে পাচ্ছি না!
তবে বন্দুকের মতো একটা সুইচ দেখতে পেলাম। এটা হয়তো গ্রেনেডের আপডেট ভার্সন। সুইচের নিচে লেখা "start count"। হ্যা! এটাই মনে হয় সুইচ।
আল্লাহর নাম নিয়ে সুইচটা চালু কলে ফেললাম। তারপর সেখান থেকে টিক টিক শব্দ আস্তে লাগল। গ্রেনেডটা তখনি ছুড়ে মারলাম যানবাহনটার উপরে। আর ৩-৪ সেকেন্ড পর শুরু হয়ে গেল তুলকালাম। বিরাট বড় একটা বিষ্ফোরনের ফলে যানবাহনটা এক্কেবারে চুরমার হয়ে গেল। বিষ্ফোরনের শব্দ শুনে কয়েকটা প্রানী আমার দিকে বন্দুক হাতে নিয়ে আসতে লাগল।

তখনো আমার হাতে কয়েকটা গ্রেনেড ছিল। আমি একটা গ্রেনেড অন করলাম। আর তারপর ছুরে দিলাম সেই প্রানীগুলোর উপরে। আর কিছুক্ষনের মধ্যেই সেটা ব্রাষ্ট হয়ে গেল। আর অনেকগুলো প্রানী মারা গেল।

এভাবে কয়েকটা গ্রেনেড দিয়ে অনেকগুলো প্রানীদের মারতে পারলাম। তখন চিন্তা করলাম আমাকে আবার বাড়ির ভিতরে যেতে হবে এবং সেখানে সবাইকে শেষ করতে হবে।

এই কথা ভেবে বাড়ির ভিতরে চললাম। মৃত প্রানীদের কাছ থেকে কয়েকটা বন্দুক প্যান্টের পেছনে রেখে দিলাম। দেখালাম আমার সামনে পুরো পথ ফাকা।
ভিতরে গিয়ে কাওকে দেখতে পেলাম না। ভাবলাম, সব মারা গেল নাকি?
বন্দুকটা বের করে উপরের দিকে কয়েকটা শুট করলাম। কিন্তু তাতেও কেউ আসল না। একসময় হাটতে হাটতে একটা রুমের দিকে প্রবেশ করলাম। সেখানে গিয়ে আমি প্রায় শিওরে উঠলাম। আমি দেখলাম, আমার সামনে একটা বিশাল কাঁচের প্রাত্র। আর তাতে রক্তে ভরপুর। রক্তের গন্ধটা খুব বিচ্ছিরি। প্রায় বমি এসে যাচ্ছিল। বমিটা কোনরকম আটকালাম।
ভাবলাম, রক্তগুলো নষ্ট করতে হবে। হাতে সময় খুব কম। তাই রক্তের পাত্রের মধ্যে কয়েকটি গুলি ছুড়ে মারলাম। পাত্রের মধ্যে কয়েকটা ফুটো হয়ে গেল। সাথে কয়েক জায়গায় ফাটল ধরতে আরাম্ব করল। এখানে আর বেশিক্ষন থাকা যাবে না। যেকোন সময় পাত্রটা ফেটে যেতে পারে।

দরজা দিয়ে বের হয়ে গেলাম। কিন্তু তখনি একটা বিপদ হয়ে গেল। পেছন থেকে কোন একটা প্রানী আমার ঠিক পায়ের পাতা বরাবর গুলি করে দিল। পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম একটা ডিব্লাড প্রানী। সেটা হাতে বিশাল আকারের একটা বন্দুক। আর তার সাইজ-ও আকারে

বিশাল।
বুঝতে পারলাম প্রানীটা মনে হয় দলের লিডার। আমি মাটিতে ঠাস করে পরে গেলাম। আর উঠার মতো শক্তি পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে এখনি মনে হয় মরে যাব।

তারপর আমি দেখতে পেলাম প্রানীটা আমার দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। তার হাতে আরেকটা জিনিস ছিল সেটা হল, সেই সিরিঞ্চের মতো জিনিসটা যেটা দিয়ে রক্ত বের করে নিয়ে আসা হয়। সেটা নিয়ে প্রানীটা আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমিও আর পেছনের দিকে পালাতে পারছি না।

প্রানীটা সিরিঞ্চ আমার গলার কাছ ধরল। কিছু একটা করতে হবে। হাতে মোটেও সময় নেই। ডান পায়ে গুলি লাগার ফলে পায়ে কোন বল পাচ্ছি না। তবে হাতের মধ্যে তো শক্তি রয়েছে! প্রানীটা যখনি সিরিঞ্চটা চালু করতে যাবে ঠিক তখনি আমি সিরিঞ্চটা হাত দিয়ে খপ করে ধরে ফেললাম। আর তার জন্য প্রানীটা মোটেও প্রস্তুত ছিল না। আমি সিরিঞ্চটা হাতে নিয়ে সেটা ফ্লোরে কয়েকটা বারি মারলাম। যদিও সেটা খুব শক্ত। তবে বারি দিয়ে সেটা ফাটিয়ে ফেলতে পারলাম।

প্রানীটা মনে হয় রাগী দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। সেটা প্রানীটার চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। পা-টা নাড়াতে পারছিনা। সেইজন্য দাড়াতেও পারছিনা। ভয় হতে লাগল, যদি প্রানীটার হাতে থাকা বন্দুকটি দিয়ে আমাকে গুলি করে ফেলে!

আমার বন্দুকটা তো আমার হাত থেকে ছিটকে পরে গেছে। প্রানীটা আমার উপরে এখনো রাগী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মনে হচ্ছে আমি তার সব কিছুই ধ্বংস করে দিয়েছি। আসলে তো আমি তাই করেছি! তার সগ্রিহীত সকল রক্ত আমি নষ্ট করে ফেলেছি। প্যান্টের পেছন থেকে একটা বন্দুক বের করতে যাব ঠিক তখন সেই প্রানীটা কোথা থেকে একটা ডিভাইস বের করল আর সেটাতে চাপ দেওয়ার সাথে সাথে একটা শব্দ হল আর তার কিছুক্ষন পর আরো কয়েকটা প্রানী আমার সামনে আসল। এবং আমার হাত বেধে ফেলল।

আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছিনা যে কেন অন্য সকল মানুষকে হত্যা করলেও আমাকে কেন তারা হত্যা করছে না? বিষয়টা আমাকে অনেক ভাবিয়ে তুলল। হাত বাধা অবস্থায় পেছন থেকে বন্দুকটা বের করতে পারলাম না। পায়ে থেকেও প্রচুর পরিমানে রক্ত বের হয়েছে। কিছু কিছু প্রানীরা আমার রক্তের দিকে লোভনীয় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মনে হচ্ছিল, তারা আমার রক্তগুলো চেটে খেতে পারলে তৃপ্তি হত।

কয়েকটা প্রানী আমাকে টেনে নিয়ে যেতে আরাম্ব করল। আমি চেঁচিয়ে বললাম, ছেড়ে দে বলছি! এভবে কেন আমাকে নিয়ে যাচ্ছিস? ভালোভাবে নিতে পারিস না! কিন্তু আমি যানি তারা আমার কথা মোটেও শুনবে না। তাহলে আর কি করা যেতে পারে? মাথায় আর কিছু ঢুকছে না। মনে হতে লাগল, এখনি বুঝি নিয়ে আমাকে মেরে ফেলবে।

ক্ষুধার কারনে মনে হচ্ছে পেটের ভিতরের সব কিছু জ্বলে পুরে যাচ্ছে। কোথায় খাবার পাব! এই সালার প্রানীরা তো মানুষের খাবার খায় না। তারা খায় রক্তের স্যুপ। তখন কিছুক্ষনের জন্য মনে হল রক্তের স্যুপটা খেতে পারলেই মনে হয় ভালো হত।

যখন আমি মাটিতে পরে আছি তখন একটা প্রানী আমার পেছনে একটা লাথি মারল। আযব ব্যাপার হল লাথির কারনে প্যান্টের পেছন থেকে একটা গ্রেনেড বের হয়ে আসল। এবং সেটা ঠিক আমার হাতের কাছেই আসল। অনেক আগেই গ্রেনেডটা আমি বের করতে চেয়েছিলাম কিন্তু তখন আমার হাত বাধা ছিল। তাই পেছনে হাত দিতে পারি নি। কিন্তু এই সুযোগটাকে হাতছাড়া করা যাবে না।
গ্রেনেডটাকে নেওয়ার জন্য যখন একটা প্রানী আমার হাতের কাছে আসতে লাগল ঠিক তার আগেই আমি গ্রেনেডটা ধরে ফেললাম।

খুব শক্ত করে ধরলাম। যদিও আমার হাত বাধা তারপরেও গ্রেনেডটার সুইচ খুব সহজেই চালু করতে পারব। এই কারনে সব প্রানীরা আমার থেকে অনেক দূরে পিছিয়ে গেল। মনে হল তাদের শরিরে যেন আতংকের ছাপ। তখন মনে মনে ভাবলাম গ্রেনেডটার সদ্ব্যব্যাবহার করতে কবে। কিন্তু কি করব সেটাই তো আমি খুজে পাচ্ছি না।
আমার ডান দিকে সেই বিশাল লিডার প্রানীটা আর বাম দিকে বাকি প্রানীগুলো রয়েছে, যারা আমাকে এখানে ধরে নিয়ে এসেছে।

তখন আমার মাথায় এক একটা বুদ্বি খেলে গেল। কিন্তু সেটা যে খুব বিপজ্জনক ছিল সেটা আমি ভালো করে জানি। এবং সেটা খুব কম সময়ের মধ্যেই করতে হবে।
আমি গ্রেনেডটার সুইচ চালু করলাম। এখন আমার হাতে সময় মাত্র ৩ সেকেন্ড। আমি গ্রেনেডটা সেই লিডার লোকটার দিকে ছুড়ে মারার ভংগী করলাম।
এতে লিডার প্রানীটা ভয় পেয়ে বাম দিকে চলে গেল। আর আমি তখন গ্রেনেডটা আমার বাম দিয়ে ছুরে মারলাম। ছোড়ার সাথে সাথেই গ্রেনেডটা ফেটে গেল। আমার পাশে বিষ্ফোরন হওয়ার কারনে প্রচন্ড তাপ অনুভব করলাম। মনে হচ্ছিল তাদের সাথে আমিও হয়তো মরে যাব।

এখানে আমার আরো অনেক কাজ বাকি আছে। কিন্তু এখন এই মূহুর্তে আমার কোন কাজই করা সম্ভব নয়। পায়ে থেকে প্রচুর পরিমানে রক্ত বের হয়েই যাচ্ছে।
কিছুক্ষন পর খেয়াল করলাম আমার আশেপাশের সব কিছু আস্তে আস্তে কালো হয়ে আসছে। চোখের পাতাটা আর খোলা রাখতে পারছি না। আমি তারপর আর কিছুই মনে করতে পারলাম না।

যখন আমার চোখ খুলল তখন দেখলাম আমি হাসপাতালে শুয়ে আছি। হাতে স্যালাইন পুশ করা। তখন আমার আগের সব কথা মনে পরে গেল। সেই জমিদার বাড়ি থেকে আমাকে

এখানে কে আনল?

আমার মাথাটা প্রচুর ব্যথ্যা করছে। যখন আমার কাছে একটা নার্স আসল তখন আমি তাকে বললাম, আমাকে এই হাসলাতালে কে ভর্তি করেছে?
নার্সটি জবাব দিল, এক ভদ্রলোক আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছে। আপনার অবস্থা খুব খারাপ ছিল। একটুর জন্য বেঁচে গেছেন। আপনার অনেক রক্তের প্রয়োজন ছিল। সব খরচ সেই দিয়ে দিয়েছে।
আমি বললাম, লোকটা কি এখনো আছে?
- না! লোকটা চলে গেছে।
আমি বললাম, তার ঠিকানা আপনার কাছে আছে কি?
নার্স বলল, হ্যা আছে। আর যাওয়ার সময় আপনার জন্য একটা বক্স রেখে গেছে।

আমি এখন ভালোই সুস্থ অনুভব করছি। তবে পায়ে প্রয়োজনমতো শক্তি পাচ্ছি না। নার্সকে বললাম, আমাকে ছুটি দেওয়া হবে কবে?
নার্স বলল, কালকেই আপনি এখান থেকে যেতে পারবেন।

আজকের দিনটা হাসপাতালে কোনরকম কাটালাম। সন্ধ্যা বেলায় স্যালাইন শেষ হল। এখন আমি মোটামুটি সুস্থ। কালকে সকাল হলেই আমি এখান থেকে চলে যাব। বেডে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম এমন কে হতে পারে যে আমাকে সাহায্য করেছে। আমি যেখানে ছিলাম সেখানে তো পরিচিত কেউ যাওয়ার কথা না। তাহলে সেই লোকটা কে ছিল?

তবুও আল্লাহর কাছে হাজার হাজার শুকরিয়া যে সেই যায়গা থেকে ফিরে আসতে পেরেছি।

সকালবেলা হাসপাতাল থেকে আমাকে ছুটি দেওয়া হল। এতোদিন আমি ঢাকার একটা হাসপাতালে ছিলাম। নার্স ছুটি দেওয়ার পর আমার হাতে একটা বাক্স দিয়ে বলল, ভদ্রলোকটা আপনার জন্য এটা রেখে গিয়েছিল। আমি একটা ব্রেঞ্চে বসে বাক্সটা খুললাম।
সেটা খুলে দেখলাম একটা ঘড়ি। সেটা দেখতে এক্কেবারে আমার বাবার ঘড়ির মতোই। মোবাইলে বাবার ঘড়িটার ছবি দেখেছিলাম। বাক্সে কয়েকটা ৫০০ টাকার নোট ছিল আর একটা চিঠি ছিল। চিঠিটা খুলে দেখতে লাগলাম। সেখানে লেখা ছিল,

প্রিয় আদনান
তুমি হয়তো মনে মনে ভাবছ যে আমাকে হাসপাতালে কে নিয়ে আসল। আসলে আমাকে তুমি সময় হলেই চিনতে পারবে। তাই আমাকে নিয়ে তোমার ভাবতে হবে না। আমি তোমাকে যে ঘড়িটা দিয়েছি সেটা তোমার অনেক কাজে আসবে। ঘড়িটা সাবধানে রেখো আর এর ভালো ব্যাবহার করবে। Tc তোমাকে সবসময় পর্যবেক্ষণ করছে আর সবসময় তোমাকে সাহায্য করবে। তোমার কাছে কিছু টাকা দিয়ে গেলাম। সেটা দিয়ে তুমি বাড়ি চলে যাও। গিয়ে

কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম নাও। শিগ্রই আবার তোমাকে নতুন মিশনে পাঠানো হবে। ততদিন ভালো থাকবে। ধন্যবাদ।
ইতি
Tc এর একজন সাধারন সদস্য।